

বাংলা

# বালভারতী

চতুর্থ শ্রেণী



# ভারতের সংবিধান

## ভাগ 4 ক

### মৌলিক কর্তব্য

#### অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

- (ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে;
- (খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;
- (গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, এক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহত হলে সাড়া দিতে হবে;
- (ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উৎর্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে এক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;
- (চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্মের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;
- (জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;
- (ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে;
- (ঝঃ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উকর্মের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;
- (ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস -২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬)এসডী-৪ তারিখ -২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী  
স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ৩০.০১.২০২০ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২০-২১  
এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

# বাংলা বালভারতী চতুর্থ শ্রেণী



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসগ্রন্থ সংশোধন মণ্ডল, পুণে-৮



L6S3U4

আপনার স্মার্টফোনের DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের  
প্রথম পৃষ্ঠার Q.R. CODE এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্য-  
পুস্তক এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃকশাব্য  
সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2020

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-৪১০০০৮

Reprint : 2022

এই বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্যপাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধিনে সংরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

### বাংলা ভাষা সমিতি

শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক	( অধ্যক্ষ )
শ্রী দিলীপ অনুকূল রায়	( সদস্য )
শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র হালদার	( সদস্য )
শ্রী শিবপদ রসিকলাল রঞ্জন	( সদস্য )
শ্রীমতী বাসস্তী রথীন্দ্রনাথ দাসমণ্ডল	( সদস্য )
শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারট	( সদস্য )
শ্রী মাখন ব্রিটিশ মার্বি	( সদস্য )
শ্রী রামপদ কালিপদ সরকার	( সদস্য )
শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার	( সদস্য )
ডা. অলকা পোতদার	( সদস্য-সচিব )

### সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার  
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা  
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে  
**সহায়ক সংযোজক**  
সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী  
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা  
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

### নির্মিতি :

শ্রী সচিতানন্দ আফড়ে  
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী  
শ্রী সচিন মেহতা  
নির্মিতি অধিকারী  
শ্রী নিতিন বাণী  
সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

### প্রকাশক

বিবেক উত্তম গোসাবী  
নিয়ন্ত্রক,  
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী  
মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই ২৫

### বাংলা ভাষা অভ্যাস গট সদস্য

শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
শ্রী অনিল ধীরেন বারই
শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার
শ্রী শঙ্কর অমৃল্য মণ্ডল
শ্রী মহীতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল
শ্রী সঞ্জয় দুখীরাম মণ্ডল
শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
শ্রী বাবুরাম অমৃল্য সেন
শ্রী অনিমেশ অরংণ বিশ্বাস
শ্রী নিধিন বিনয়ভূষণ হালদার
শ্রী স্বপন বিশ্বনাথ পাল
শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
কু. তৃষ্ণিলতা প্রথমেশ বিশ্বাস
শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
শ্রী অরংণ দীনবন্ধু মণ্ডল
শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা
শ্রীমতী পিঙ্কী সাহা
শ্রী সুজয় জগদীশ বাচাড়

মুখ্যপ্রস্তুতি : শ্রী সুহাস জগতাপ  
চিত্রাঙ্কন : শ্রী রাজেন্দ্র গিরীধারী  
কাগজ : ৭০ জী.এস.এম. ক্রিমবোত  
মুদ্রণাদেশ : N/PB/2022-23/1,000  
মুদ্রক : M/S. S GRAPHIX (I) PVT. LTD., THANE

## ভারতের সংবিধান

### উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,  
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতত্ত্ব রূপে  
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,  
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম

এবং উপাসনার স্বাধীনতা,  
সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর্জন  
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা  
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য  
ও সংহতি সুনিশ্চিত করণের মাধ্যমে  
তাদের মধ্যে যাতে ভারতের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ  
১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই  
হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিবিদ্ধ  
এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

## রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে  
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।  
পাঞ্চাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা  
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,  
বিন্দ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা  
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ  
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,  
গাহে তব জয়গাথা।  
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,  
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।  
জয় হে, জয় হে, জয় হে,  
জয় জয় জয় জয় হে ॥

## প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারত বাসী আমার  
ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের  
সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার  
উপর আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার  
জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা  
করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের  
প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও  
দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ  
এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

## প্রস্তাবনা

মেঘের শিক্ষার্থী,

তোমাদের সবাইকে চতুর্থ শ্রেণীতে আন্তরিক স্বাগত জানাই । তোমাদের জানাতে আনন্দ বোধ করছি যে, বালভারতী, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল পুনের পক্ষ থেকে প্রথমবার চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বই তোমাদের হাতে তুলে ধরেছি । এই পাঠ্যপুস্তকে ভাষার মাধ্যুর্য, বাংলা সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । তথাপি যেহেতু আমরা মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই মারাঠি ও অন্যান্য ভাষার কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা ভালোভাবে বলা, পড়া ও লেখা শিখেছ এখন চতুর্থ শ্রেণীতে তোমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে । আগামীতে আরও অনেক নতুন-নতুন কথা শেখবে এবং তার জন্য পাঠ্যপুস্তকে তোমাদের পছন্দমত অনেক ছবি, গল্প, কবিতা, ছবিকথা, গজল, কাহিনী দেওয়া হয়েছে । সুর ও তালের সহিত গাওয়া যায় এমন কবিতা এবং ছবিযুক্ত আনন্দদায়ক কিছু পাঠও রয়েছে ।

বইয়ের ছবি দেখো । ছবির বস্ত, বৃক্ষ, প্রাণী, পাখি, মানুষ, এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলো । চিত্র আকলন করে তোমার শ্রেণীর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে বুঝিয়ে বলো ।

সকলে মিলে পাঠ অধ্যয়ন করো, পড়তে-পড়তে বুঝে নাও । পাঠের শেষে বিভিন্ন কার্যকলাপ দেওয়া আছে যা আনন্দমূলক । পাঠটি ভালোভাবে পড়লে পাঠের শেষে দেওয়া কৃতিকার্যের উত্তর পাবে এবং পাঠ ভালোভাবে বুঝতে পারবে । এর মাধ্যমে লেখাপড়া শিখতে সত্যিই তোমরা খুব আনন্দ পাবে । পাঠের শেষে দেওয়া অর্থ জেনে নাও এবং অন্যান্য কৃতির মাধ্যমেও তোমরা ভাষা শিখতে আনন্দ পাবে । বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন প্রতিদিন তোমাদের সামনে আসে তখন তোমরা বিচার করতে থাকো । পাঠ্যপুস্তক তোমাদের বিচার শক্তিকে বৃদ্ধি করার অনেক সুযোগ দিয়েছে, বিচার করতে-করতে অগ্রসর হও ।

তোমরা শিশুরা অনেক কল্পনাপ্রবণ । এই পাঠ্যপুস্তকে তোমাদের কল্পনাশক্তিকে বহু অংশে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । কৃতির মাধ্যমে কল্পনা দ্বারা নতুন-নতুন আবিষ্কার করে সত্যিই তোমরা অনেক আনন্দ পাবে । প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ এই পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি কৃতিকার্য শ্রেণী কক্ষেই করতে হবে সত্যিই এটা আনন্দের নয় কি ?

এই পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় কিউ.আর.কোড দেওয়া হয়েছে । কিউ.আর.কোডের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য তোমাদের খুব পছন্দ হবে । চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা আরও ভালোভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে শেখো । লেখা পড়া শিখে তোমরা আদর্শ নাগরিক হও ।

তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা !

শিশু  
পুস্তক

(বিবেক উত্তম গোসাবী )

সঞ্চালক

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও  
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুনে

পুনে

তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

ভারতীয় সৌর : ২ ফাল্গুন ১৯৪১

## বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল চতুর্থ শ্রেণী

অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন ফলাফল
<p>ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের (ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুসহ) কাজ করার সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে, যাতে তারা -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* বিভিন্ন বিষয়, পরিস্থিতি, ঘটনাবলী, অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা প্রভৃতি নিজের মতে করে এবং নিজের ভাষায় বলতে, শুনতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং নিজের মতামত যোগ করার সুযোগ পায়।</li> <li>* লাইব্রেরীতে স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন আকর্ষণীয় সামগ্রী, যেমন- শিশু সাহিত্য, শিশু পত্রিকা, পোষ্টার, দৃশ্য শ্রাব্য সামগ্রী, খবরের কাগজ, প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারে।</li> <li>* ভিন্ন - ভিন্ন রকমের গল্প, কবিতা, পোষ্টার প্রভৃতি পড়ে। নিজে বুবাতে ও বোঝাতে পারো নিজের মতামত দেওয়া, কথোপকথন করা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পায়।</li> <li>* বিবিধ উদ্দেশ্য মাথায় রেখে পড়াশোনার বিভিন্ন দিকগুলির শ্রেণীকক্ষে যথাযোগ্য স্থান পাওয়ার সুযোগ পায়। (যেমন একটি গল্পের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করা, নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ও যুক্তি দেওয়া, বিশ্লেষণ করা প্রভৃতি।)</li> <li>* গল্প, কবিতা প্রভৃতিকে সঠিকভাবে পড়ে শোনাতে হবে। শোনা, দেখা এবং পাঠ্ঠত বিষয়বস্তুকে নিজের মত করে, নিজের ভাষায় বলা এবং লেখার ( ভাষায়/ সাংকেতিক মাধ্যমে ) সুযোগ ও উৎসাহ পায়।</li> <li>* প্রয়োজন এবং প্রসঙ্গ অনুসারে নিজের ভাষা তৈরী করার ( নতুন শব্দ/ বাক্য/ অভিব্যক্তি ) এবং তা ব্যবহার করার সুযোগ পায়।</li> <li>* একে অন্যের লেখা, শুনতে, পড়তে, নিজস্ব মতামত দিতে, তাতে নিজের কথা জুড়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আলাদা-আলাদা ভাবে লিখতে পারে।</li> </ul>	<p style="color: #e63366; font-weight: bold;">শিক্ষার্থীরা-</p> <p>04.11.01 ● অন্যদের কথা মন দিয়ে শুনে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে এবং জিজ্ঞাসা করতে পারবে।</p> <p>04.11.02 ● শোনা রচনার বিষয়বস্তু, ঘটনাবলী বিভিন্ন ছবি, চরিত্র, শীর্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে বলতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং নিজস্ব মতামত দিতে পারবে।</p> <p>04.11.03 ● গল্প, কবিতা এবং অন্যান্য সামগ্রীকে নিজের মত করে স্বকীয় ভাষায় বলতে এবং নিজের বক্তব্য কাহিনীতে যোগ করতে পারবে।</p> <p>04.11.04 ● ভাষার সুস্ক্ষ্মতাকে গুরুত্ব দিয়ে স্বকীয় ভাষায় পঠন ও তার ব্যবহার করতে পারবে।</p> <p>04.11.05 ● বিবিধ প্রকারের সামগ্রীতে ( যেমন- খবরের কাগজ, শিশু পত্রিকা ইত্যাদি ) প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বুবাতে এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।</p> <p>04.11.06 ● পাঠ্ঠত বিষয়বস্তু এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা যুক্ত করে মিলিয়ে নিজের সংবেদন এবং মতামত ( মৌখিক / লিখিত ) প্রকাশ করতে পারবে।</p> <p>04.11.07 ● নিজের পাঠ্যপুস্তকে বহির্ভূত সামগ্রী ( শিশু সাহিত্য/ খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ খবর, শিশু পত্রিকা, হোড়িং প্রভৃতি ) বুঝে পড়তে পারবে।</p> <p>04.11.08 ● ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের রচনায় ব্যবহৃত নতুন শব্দ বুঝে সঠিক অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।</p> <p>04.11.09 ● পড়ার প্রতি আগ্রহ থাকবে এবং লাইব্রেরী থেকে পছন্দসই বই নিজে পছন্দ করে পড়তে পারবে।</p> <p>04.11.10 ● পাঠ্ঠত রচনার বিষয়বস্তু, ঘটনাবলী, ছবি, চরিত্র, শীর্ষক প্রভৃতির ব্যাপারে আলোচনা করতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, নিজের মতামত দিতে পারবে।</p>

## বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল চতুর্থ শ্রেণী

অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন ফলাফল
<p>* নিজের মতামত নিজস্ব ভঙ্গিতে সৃজনাত্মক ভাবে অভিযন্ত করার (মৌখিক, লিখিত, সাংকেতিক রূপে) স্বাধীনতা পায়।</p> <p>* পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী/গতিবিধির ( যেমন - আমার ঘরের ছাদ থেকে সূর্য কেনো দেখা যায় না ? গাছের উপরে বসা পাখি কোথায় উড়ে গেল ? ) নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, সহপাঠীদের সাথে কথপোকথনের মাধ্যমে চর্চা করার সুযোগ পায়।</p> <p>* শ্রেণীকক্ষে নিজে সহপাঠীর ভাষায় মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায়। (যেমন- জল, রুটি, তোতা, আম প্রভৃতি শব্দ নিজের ভাষায় বলার সুযোগ পায়।)</p> <p>* বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে ভাষার সুস্ক্ষতা এবং তার নিয়মবন্ধ প্রকৃতি বোঝা ও প্রয়োগ করার সুযোগ পায়।</p> <p>* অন্যান্য বিষয়, ব্যবসায়, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে ( যেমন - অঙ্ক, বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, নৃত্যকলা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি) প্রযুক্তি শব্দাবলীকে বোঝার পরিস্থিতি অনুসারে ব্যবহার করার সুযোগ পায়।</p> <p>* পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বিষয় বহির্ভূত সামগ্রীতে উপস্থিত প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং অন্য প্রসঙ্গ বোঝার এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।</p>	<p>04.11.11 ● ফোন্ডারে ছবি দেখে তার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করে গল্প বানিয়ে শোনাতে পারবে।</p> <p>04.11.12 ● পঞ্চমাক্ষর যুক্ত এবং সংযুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দ তৈরি বিধি দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ তৈরি করবে।</p> <p>04.11.13 ● চলিত ভাষার আদর করবে ও আকলন সহিত পর্যবেক্ষণ করবে।</p> <p>04.11.14 ● স্তর অনুসারে বিভিন্ন বিষয়, ব্যবসায়, ( যেমন - অঙ্ক, বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, নৃত্যকলা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ) প্রযুক্তি হওয়া বিভিন্ন শব্দাবলীর প্রশংসা করতে পারবে।</p> <p>04.11.15 ● ভাষার সুস্ক্ষতা, যেমন - শব্দের পুনরাবৃত্তি, সর্বনাম, বিশেষণ, লিঙ্গ, বচন, প্রত্বত্তির প্রতি সতর্ক হয়ে লিখতে পারবে।</p> <p>04.11.16 ● কোনো বিষয়ের উপর লেখার সময় শব্দের মধ্যে সুস্ক্ষ পার্থক্য বুঝতে এবং সঠিক শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার করে লিখতে পারবে।</p> <p>04.11.17 ● বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্য ( বুলোটিন বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি, জিনিস পত্রের তালিকা, কবিতা, গল্প, চিঠি-পত্র প্রভৃতি ) অনুসারে লিখতে পারবে।</p> <p>04.11.18 ● স্ব-ইচ্ছায় অথবা শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট কার্যাবলীর অন্তর্গত লিখন প্রক্রিয়াকে যথার্থ ভাবনার সাথে পরীক্ষা করতে এবং পাঠক ও লেখার উদ্দেশ্য অনুযায়ী লেখা পরিবর্তন করতে পারবে।</p> <p>04.11.19 ● পৃথক-পৃথক ধরনের রচনায় ব্যবহৃত নতুন শব্দের প্রসঙ্গ বুঝে নিজের লেখায় তার ব্যবহার করতে পারবে।</p> <p>04.11.20 ● বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লেখা নিজের লেখায় যতিচিহ্ন যেমন- দাঁড়ি, কমা, জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইত্যাদির সতর্ক ভাবে ব্যবহার করতে পারবে।</p> <p>04.11.21 ● নিজের কল্পিত কাহিনী, কবিতা, গল্প বর্ণনা করে লেখার সময় ভাষার সৃজনাত্মক প্রয়োগ করতে পারবে।</p>

## শিক্ষক/ অভিভাবকের জ্ঞাতার্থে

সম্মানীয় শিক্ষক/ অভিভাবক বৃন্দ,

‘চতুর্থ শ্রেণী বাংলা বালভারতী’ এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের উপর লক্ষ্য রেখে ভাষার নতুন ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং মনোরঞ্জক বিষয় দ্বারা সুসজ্জিত করে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করা হলো। এই পুস্তকে শিক্ষার্থীদের পূর্বানুভব, ঘর-পরিবার, পরিবেশ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণ, পঠন, লেখনের ভাষাগত মূল পদ্ধতির সঙ্গে আকলন, নিরীক্ষণ, কৃতি, উপক্রমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত শিশু কবিতা, গান, ছবিগল্প, নাটক, গল্প, পত্রলেখন, প্রবন্ধ প্রভৃতি খুবই মনোরঞ্জক, আকর্ষক ও সহজ সরল ভাষায় প্রস্তুত করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের রচনায় মূর্ত থেকে অমূর্ত, স্তুল থেকে সুক্ষ্ম, সরল থেকে কঠিন এবং জানা থেকে অজানা সূত্রের উপর ভিত্তি করা হয়েছে। ক্রমবদ্ধতা এবং ক্রমিক বিকাশ এই পুস্তকের বিশেষতা। পূর্ব অনুভব থেকে শুরু করে শোনো ও বলো, বোঝো ও বলো, দেখো বোঝো ও তৈরি করো, বোঝো ও পড়ো, কৃতি পূর্ণ করো, অর্থ জেনে নাও ইত্যাদি কৃতিগুলিকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকগণ/ অভিভাবকগণ এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ পুস্তকটিকে চার বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ বিভাগ পর্যন্ত শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণ, লেখন ও পঠনের কৌশল্যকে মহত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণের সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের অনুভব জগতের সঙ্গে জোড়া হয়েছে। অতএব এতে শিক্ষার্থীদের এই কৌশল্যের বিকাশ অধিক সহজ হবে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

- সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পুস্তকটিকে মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন।
- পাঠ্যনুরূপ কৃতিকার্যকে প্রাধান্য দিয়ে তদনুরূপ অধ্যয়ন করাবেন।
- প্রথম বিভাগে ‘পাখি সব করে রব’ কবিতায় কবিতার লাইন পূর্ণ করা, দ্বিতীয় বিভাগে ‘অবাক জলপান’ এই সংলাপ পাঠে শব্দের শেষ অক্ষর দ্বারা নতুন শব্দ তৈরী করা, তৃতীয় বিভাগে ‘সখের থিয়েটার’ পাঠে বাক্যরচনা করা ও চতুর্থ বিভাগে ‘প্রতিকার শক্তি, রোগ হতে মুক্তি’ পাঠে সঠিক বানান চিহ্নিত করা এবং লেখন কৌশলকে দৃঢ়ুকরণ করা হয়েছে।
- প্রথম বিভাগে ‘হাঁস আর কচ্ছপের গল্পে’ কে কাহাকে বলেছে, দ্বিতীয় বিভাগে ‘পুরীভ্রমণ’ পাঠে বিপরীত শব্দ লেখা, তৃতীয় বিভাগে ‘দেশের মাটি’ কবিতায় ছক পূর্ণ করা এবং চতুর্থ বিভাগে ‘সেকেন্দার সাহের ভবিষ্যৎবাণী’ এই পাঠে বাক্য রচনা করা, এই ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষের বাইরে থেকে কিছু শেখার জন্য প্রত্যেক বিভাগে উপক্রম দেওয়া হয়েছে।
- প্রথম বিভাগে ‘কুন্দিরাম বসু’ এই পাঠে এলো-মেলো অক্ষর সমূহ দ্বারা বিপ্লবীদের নাম খোঁজ করা, দ্বিতীয় বিভাগে ‘পার্থক্য’ এই পাঠে দুটি ছবির মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে বলা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে ‘মায়ের দান’ কবিতায় মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখা, চতুর্থ বিভাগে ‘বক্ষিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়’ পাঠে সঠিক বানান নির্ণয় করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রথম বিভাগে শুভেচ্ছা পত্র তৈরী করা ও তৃতীয় বিভাগে সরবত তৈরী করার কৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথম বিভাগে ‘বাবা-মা’ এই গজল গীতি, দ্বিতীয় বিভাগে ‘বনভোজন’ তৃতীয় বিভাগে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতা ও চতুর্থ বিভাগে ‘গাধা ও মালিক’ পাঠে বিভিন্ন মনোরঞ্জক কৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পাঠের অনুশীলনীতে যোগ্যতানুসারে ও প্রয়োজনানুসারে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।
- দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগের শেষে অভ্যাস তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু প্রশ্ন ও কৃতি দেওয়া হয়েছে। শোনো, বলো, লেখো এমনি ভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখানো প্রয়োজন। এই পাঠ্যপুস্তকে নাট্যাংশের তিনটি সংলাপ শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনয়সহ করিয়ে নেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে দেওয়া বিষয় সামগ্রী বুঝিয়ে দিবেন। এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করে দিবেন।

- প্রত্যেক বিভাগে কবিতা, গল্প, চিত্র বর্ণন দেওয়া হয়েছে। এগুলি পড়া, বলা, আলোচনা করা, নিরীক্ষণ করা, লেখা ইত্যাদির নির্দেশ অনুযায়ী কৃতি দ্বারা জ্ঞান দৃঢ়করণ করার প্রয়োজন। কবিতা, কাহিনী, সংলাপ ইত্যাদি পাঠের সময় যোগ্য উচ্চারণ, অঙ্গ-ভঙ্গি, লয়-তাল, উর্ধ্বস্বর-নিম্নস্বর ইত্যাদি উপযুক্ত স্থানে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে দেখা, লেখা, শ্রুতি লেখন, গল্প লেখন ইত্যাদি ক্রমশঃ সূচনা অনুসারে অনুশীলন করা হয়েছে।
- পাঠের মাধ্যমে অনেক ভালো অভ্যাস, মূল্য বোধ, জীবন কৌশল এবং মৌলিক ক্ষমতার বিকাশ হয় এমন কিছু তথ্য সমাবেশ করা হয়েছে। এসবের যথাযথ মহস্ত দিতে হবে। পাঠের দৃঢ়করণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের নির্মাণ করে শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনুশীলন করিয়ে নিতে হবে।
- পাঠ্যসামগ্রীর মূল্যায়ন ইহা অবিরত চলতে থাকা প্রণালী। পাঠ্যপুস্তকে সমাবিষ্ট সমস্ত কৌশল, ক্ষমতা, কৃতি, উপক্রমের সর্বদা এবং সার্বিক আশা করা যায়।
- আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনারা সকলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের অন্তর্গত এই পুস্তকটিকে কুশলতাপূর্বক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রাহিতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবেন।
- প্রথম বিভাগে ছবি বর্ণন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ছবির বর্ণনা করবে। তার সাথে ‘বর্ষারাণী’ কবিতায় ছবি দেখে বর্ষার বর্ণনা করবে। দ্বিতীয় বিভাগে ‘শরৎ’ কবিতায় ছবি দেখে শরৎ কালের বর্ণনা করবে। তৃতীয় বিভাগে ‘সচিন তেন্দুলকর’ এই পাঠ থেকে সচিন তেন্দুলকরের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। চতুর্থ বিভাগে ‘আরুণি’ এই কবিতার মাধ্যমে গুরুজনের আজ্ঞাপালন করা ইহা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে।
- এই সবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বচ্ছতা, প্রেম, সভ্যতা, পড়াশুনা, মিলে মিশে খেলাধূলা করা এবং সকলে মিলেমিশে আনন্দে থাকার প্রেরণা পাবে। আপনাদের কাছে এই আশা করি যে, শিক্ষার্থীদের এইগুলি আত্মসাং করে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিবেন।
- চিত্র বর্ণন ও ছবি গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ ছবি দেখার সুযোগ দিয়ে ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করে নিতে হবে। তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিতে হবে। আপনাদেরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। ছবিতে যা দেওয়া আছে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। এই পুস্তকে দেওয়া সমস্ত কৃতিগুলি করিয়ে নিতে হবে। ঘর পরিবেশে প্রয়োজন অনুরূপ এই কৃতিগুলি করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
- প্রত্যেক বিভাগে কবিতাংশের অন্তর্গত কৌশল্য বিকাশের জন্য শোনো ও বলো এর মাধ্যমে হাস্য কবিতা, প্রার্থনা, শিশু গীত, গীত, প্রকৃতির বর্ণন, গজলগীতি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। এই কবিতাগুলি প্রথমে উচিং সুর, লয়-তাল, উর্ধ্বস্বর-নিম্নস্বর, ভাব ভঙ্গি এবং অভিনয়ের সঙ্গে পংক্তি বলে শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের ক্রমশঃ ব্যক্তিগত ও দলগত রূপে পড়িয়ে নিতে হবে।
- শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণ, সংলাপের কৌশল্য বিকাশের জন্য ছবি, ছবিগল দেওয়া হয়েছে। যথার্থ অঙ্গ-ভঙ্গি ও উচ্চারণের সঙ্গে গল্পের অংশগুলি শিক্ষার্থীদের শোনাতে হবে। শিক্ষার্থীদের গল্পকে বার-বার পড়া ও বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
- গল্প, কবিতা, সংলাপের উপর ভিত্তি করে ছোটো-ছোটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। ছবিতে দেখানো প্রাণী, গাছপালা, বিভিন্ন বস্তুর বিষয়ে বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আপনাকে ধার্য্য করতে হবে যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী গল্প ভালভাবে শুনে বুঝেছে।
- পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া সংলাপের উচিং উচ্চারণ, উর্ধ্বস্বর-নিম্নস্বরের সঙ্গে শোনাতে হবে। পাঠে দেওয়া এমন কিছু প্রসঙ্গের নির্মাণ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা কিছু বলার সুযোগ পায়।
- শ্রবণ, ভাষণ, পঠন ও লেখনের দ্বারা বর্ণ, মাত্রা, যুক্তাক্ষর, পঞ্চমাক্ষর প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। শিক্ষার্থী দ্বারা ছবি নিরীক্ষণ করিয়ে নিতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণ সহিত শব্দ, বাক্য পড়িয়ে নিতে হবে। পঠিত অংশ স্পষ্ট উচ্চারণের সহিত শিক্ষার্থীদের শোনাতে হবে এবং পুনরাবৃত্তি করতে বলতে হবে। পুস্তকের দেওয়া পাঠ্য বিষয়বস্তুর আশয় সাধ্য করতে আবশ্যিক কৃতি করিয়ে নিতে হবে।



## প্রথম বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
১	পাখি সব করে রব	২
২	হাঁস আর কচ্ছপের গল্ল	৮
৩	ক্ষুদিরাম বসু	৭
৪	বর্ষারাণী	১১
৫	শুভেচ্ছা পত্র	১৩
৬	অবাক ছেলের কথা	১৪
৭	বাবা মা	১৭

## তৃতীয় বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
১৫	সবার আমি ছাত্র	৩৮
১৬	বাপু বালক ও গুড়	৪০
১৭	সখের থিয়েটার	৪৩
১৮	দেশের মাটি	৪৬
১৯	সরবত	৪৮
২০	শকুন্তলা	৪৯
২১	মায়ের দান	৫২

## দ্বিতীয় বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
৮	শরৎ	১৯
৯	অবাক জলপান	২১
১০	পুরীভূমণ	২৫
১১	ভারত সঙ্গীত	২৮
১২	পার্থক্য	৩০
১৩	বনভোজন	৩১
১৪	সচিন তেন্দুলকর	৩৫
	অভ্যাস - ১	৩৭

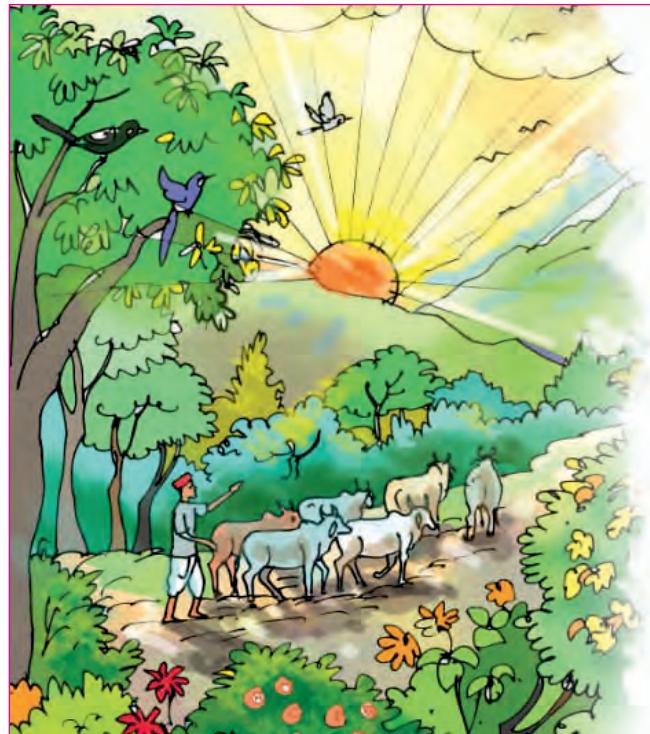
## চতুর্থ বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
২২	মজার দেশ	৫৫
২৩	সেকেন্দার সাহের ভবিষ্যৎবাণী	৫৭
২৪	প্রতিকারশক্তি রোগ হতে মুক্তি	৬০
২৫	সারাদিন	৬৩
২৬	গাধা ও মালিক	৬৫
২৭	বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৬
২৮	আরংণি	৭১
	অভ্যাস - ২	৭৩

## পুর্বানুভব : দেখো ও বলো



পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।  
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।।  
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।  
পাতায়-পাতায় পড়ে নিশির শিশির।।  
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।  
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল ॥



গগনে উঠিল রবি সোনার বরণ।  
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন ॥  
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।  
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ॥  
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।  
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ ॥

## অর্থ জেনে নাও

রব - শব্দ, কানন - উদ্যান, কুসুম - ফুল, শীতল - ঠাণ্ডা, সৌরভ - সুগন্ধ,  
পরিমল - মনোহর গন্ধ, অলি - ভ্রমণ, রবি - সূর্য, বরণ - রং, নিবেশ - প্রবেশ

### অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

- ক) কাননে ----- ফুটিল।
- খ) পাতায় ----- শিশির।
- গ) গগনে ----- বরণ।
- ঘ) শিশুগণ ----- পাঠে।

২) এক বাক্যে উত্তর দাও।

- ক) কাননে কি ফুটিল ?
- খ) পাতায় পাতায় কি পড়ে ?
- গ) গরুর পাল মাঠে কে নিয়ে যায় ?
- ঘ) শিশুগণ কি করে ?

৩) বাক্য রচনা করো।

- ক) বাতাস - -----
- খ) গগন - -----
- গ) আপন - -----

৪) 'ক' স্বরের সঙ্গে 'খ' স্বর মিলাও।

'ক'	'খ'
ক) জুড়ায়	১) সৌরভ
খ) ফুল	২) বরণ
গ) পুলকিত	৩) শরীর
ঘ) সোনার	৪) মন

৫) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

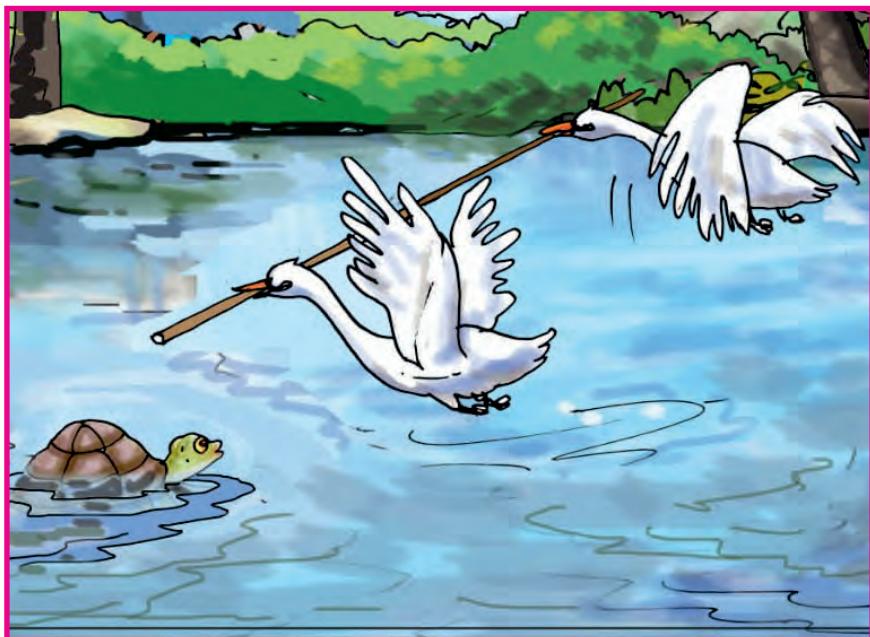
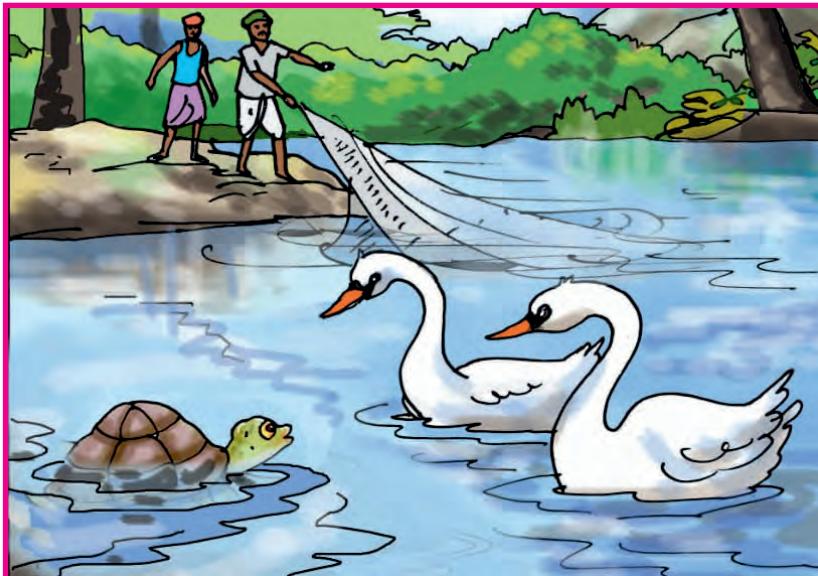
যেমন - পোহাইল - ফুটিল

৬) এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।

- ক) লি কু ম স ক = -----
- খ) রি ল ম প = -----
- গ) ত পু কিল = -----
- ঘ) শি ন গ শু = -----

এক সরোবরে দুটি হাঁস  
এবং তাদের বন্ধু একটি কচ্ছপ  
থাকত। একদিন জেলেরা এসে  
বলল, “কাল আমরা জাল ফেলে  
সমস্ত মাছ আর কচ্ছপ ধরে  
নিয়ে যাব।”

সেই কথা শুনে কচ্ছপ ভয়  
পেয়ে তার দুই বন্ধুকে বললে,  
“এখন কি করা উচিত ?”  
হাঁসেরা বললে, “আগে  
ভালোকরে খবর নিতে হবে,  
তারপর কাল সকাল বেলা যা  
হয় করা যাবে।” কচ্ছপ বললে, “অন্য সরোবরে চলো।” হাঁসেরা বললে, “অন্য সরোবরে  
গেলে তোমার ভালোই হবে, কিন্তু তুমি পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না।” কচ্ছপ বললে,



“তোমরা দুজনে একটা  
কাঠির দুদিক ঠোঁট দিয়ে  
ধরবে, আমি কাঠির মাঝ-  
খানটা কামড়ে ধরে থাকব;  
এই রকমে তোমারা আমাকে  
নিয়ে উড়ে যাবে।” কচ্ছপের  
কথা শুনে দুই হাঁস বললে,  
“হা, সেরকম করে তোমাকে  
নিয়ে যেতে পারি বটে।

“কিন্তু তোমাকে আকাশে  
দেখে নানা লোকে  
নানারকম কথা বলবে ।  
তুমি যদি তার উত্তর দাও  
তবে কাঠি থেকে খসে  
পড়ে তখনই মরবে ।”  
কচ্ছপ বললে, “আমাকে  
তেমন বোকা পাওনি, যে  
যা বলুক আমি চুপ করে  
থাকব ।” তার পর  
কচ্ছপকে নিয়ে দুই হাঁস  
উড়ে চলল ।



মাঠে গোয়ালারা গোরু  
চরাচিল, তারা আশ্চর্য  
হয়ে দেখতে লাগল এবং  
বলল, “কচ্ছপটা মাটিতে  
পড়ে গেলেই আমরা ওকে  
ধরে নেব ।” এই কথা  
শুনে কচ্ছপ অত্যন্ত চটে  
গেল । সে বলে ফেলল -  
“তোরা ছাই পাবি !”  
যেমনি বলল অমনি সে  
ধপ্প করে পড়ে গেল,  
গোয়ালারা তাকে ধরে  
ফেলল ।

### অর্থ জেনে নাও

সরোবর - জলাশয়, খবর - খোঁজ, বোকা - মূর্খ, আশ্চর্য - চমকে ওঠা, অত্যন্ত - অনেক,  
চটে - রেগে যাওয়া, গোয়ালা - যারা গরু-বাচ্চুর পালে, জেলেরা - যারা জাল দিয়ে মাছ ধরে ।

୧) ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

- କ) ଏକ ସରୋବରେ ----- ହାଁସ ଓ ତାଁଦେର ବନ୍ଧୁ ଏକଟି କଚ୍ଛପ ଥାକତ ।
- ଖ) କାଳ ----- ବେଳା ଯା ହୁଯ କରା ଯାବେ ।
- ଗ) ତୋମାକେ ----- ଦେଖେ ନାନା ଲୋକେ ନାନା ରକମ କଥା ବଲବେ ।
- ଘ) ଏହି କଥା ଶୁଣେ----- ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଟେ ଗେଲ ।

୨) ଏକ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) ସରୋବରେ କେ-କେ ଥାକତ ?
- ଖ) ଜେଲେରା ଏସେ କି ବଲଲୋ ?
- ଗ) କେ ହେଁଟେ ଯେତେ ପାରବେ ନା ?
- ଘ) କାଠିର ମାଝାଖାନଟା କଚ୍ଛପ କିଭାବେ ଧରେ ଥାକବେ ?
- ଓ) ଗୋୟାଳାଦେର କଥା ଶୁଣେ କଚ୍ଛପଟି କି ବଲଲ ?

୩) କେ କାକେ ବଲେଛେ ଲେଖୋ ।

- କ) “ଅନ୍ୟ ସରୋବରେ ଚଲୋ ।” ----- -----
- ଖ) “ତୁମି ପାଯେ ହେଁଟେ ଯେତେ ପାରବେନା ।” ----- -----
- ଗ) “ତୋରା ଛାଇ ପାବି ।” ----- -----

୪) ବାକ୍ୟ ରଚନା କରୋ ।

- କ) ଖବର -----
- ଗ) ଆକାଶ -----
- ଖ) ଆକାଶ -----
- ଘ) ଗୋୟାଳା -----

୫) ଘଟନାକ୍ରମ ଅନୁୟାୟୀ ସାଜିଯେ ଲେଖୋ ।

- କ) କଚ୍ଛପ ଧପ କରେ ପଡ଼େ ଗେଲ ।
- ଖ) ଜେଲେଦେର କଥା ଶୁଣେ କଚ୍ଛପ ଭଯ ପେଲ ।
- ଗ) ଗୋୟାଳାରା ତାକେ ଧରେ ଫେଲଲ ।
- ଘ) କଚ୍ଛପକେ ନିଯେ ଦୁଇ ହାଁସ ଉଡ଼େ ଚଲଲ ।

୬) ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖୋ ।

- କ) ବନ୍ଧୁ =
- ଖ) କଚ୍ଛପ =
- ଗ) ସରୋବର =

୭) ସଂଠିକ ବାନାନ ଚିହ୍ନିତ କରୋ ।

- କ) କଚ୍ଛପ/କଚ୍ଛପ
- ଖ) ଉଚିତ/ଉଚିଂ
- ଗ) ହେଁଟେ/ହେଟେ
- ଘ) କାଟି/କାଠି
- ଓ) ହାଁସ/ହାସ
- ଚ) ଶରୋବର/ସରୋବର

**ଉପକ୍ରମ :** ଏହି ଧରନେର ଅନ୍ୟ ଗଲ୍ଲ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଶ୍ରେଣୀକଷେ ବଲୋ ।

## ক্ষুদ্রিম বসু

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের তৃতীয় ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে ক্ষুদ্রিমামের জন্ম হয়। পিতা ত্রেলোক্যনাথ বসু এবং মা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। এনাদের দুই পুত্র শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। তাই তিনি কন্যার

পর যখন তাঁর জন্ম হয়,  
তখন পরিবার-পরিজনের  
কথা শুনে, ত্রেলোক্যনাথ  
বসু এই পুত্রকে  
ক্ষুদ্রিমামের বড়

বোনের কাছে তিনি মুঠি  
খুদের বিনিময়ে বিক্রি  
করে দেন। খুদের  
বিনিময়ে ত্রয় করা  
শিশুটির নাম পরবর্তীতে  
ক্ষুদ্রিম রাখা হয়।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর  
পিতা ত্রেলোক্যনাথ  
বসু এবং মাতা

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু হয়। এই সময় থেকে তাঁকে প্রতিপালন করেন তার বড় বোন  
অপরূপা। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তমলুকের 'হ্যামিল্টন' স্কুলে লেখাপড়া  
করেন।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবীদের একটি নবগঠিত দলে যুগান্তরে যোগদান করেন।  
১৯০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন বিপ্লবী নেতা শ্রী অরবিন্দ এবং সিস্টার নিবেদিতা মেদিনীপুর ভ্রমণ  
করে জনসম্মুখে বক্তব্য রাখেন। তখন তাঁদের এই বক্তব্য শুনে ক্ষুদ্রিম বিপ্লবে যোগ দিতে  
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাইয়ের ছেলে  
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরের কলেজিয়েটে ভর্তি  
হন এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী  
আন্দোলনের দ্বারা ক্ষুদ্রিম প্রভাবিত হন এবং পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গুপ্ত



সমিতিতে যোগ দেন। এই সমিতিতে তিনি আরও কয়েকজনের সাথে শরীরচর্চা ও রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্প মেলায় বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলি করার সময়, ক্ষুদ্রিম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, কিন্তু পালিয়ে যেতেও সক্ষম হন।

পরবর্তী মাসে একই কাজ করার জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অন্ন বয়সের জন্য তিনি মুক্তি পান।

এই সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কঠোর সাজা ও দমননীতির কারণে, কোলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাঙালিদের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে, আলিপুর আদালত প্রাঙ্গনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করার জন্য কোলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড, সুশীল সেন নামক ১৬ বছরের এক কিশোরকে প্রকাশ্য স্থানে বেত মারার আদেশ দেন।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে অন্ন কাল পরে কোলকাতার মাণিকতলায় মুরারীপুরুর বারীনকুমার ঘোষের বাগান বাড়িতে একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দল গঠিত হয়। এই দলটি পরবর্তী সময়ে 'যুগান্তর বিপ্লবীদল' নামে পরিচিতি লাভ করে। যুগান্তর বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে 'কিংসফোর্ড'কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিরাপত্তার কারণে কিংসফোর্ডকে বিহারের মজফফরপুরে বদলি করা হয়। ফলে কিংসফোর্ড'কে হত্যা করার দায়িত্ব পড়ে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদ্রিমের উপর।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাত ৮টার সময় ক্ষুদ্রিম বসু ও প্রফুল্ল চাকী রাতের অন্ধকারে, স্থানীয় ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের কাছে একটি গাছের আড়াল থেকে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে, একটি ঘোড়ার গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে। এর ফলে এই গাড়িতে বসা নিরপরাধ মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে, পুলিশ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে তল্লাসি চালাতে থাকে। ক্ষুদ্রিম বসু হত্যাকাণ্ডের স্থল থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে ওয়েইনি ১লা মে স্টেশনে ধরা পড়েন। এই সময় অপর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকেও ধরার চেষ্টা করা হলে, তিনি নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মাত্বাত্বী হন। ক্ষুদ্রিম বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেন। কিন্তু অপর কোনো সহযোগীর পরিচয় দিতে বা কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হন নি। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা অনুসারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ফাঁসির আদেশ শুনে ক্ষুদ্রিমাম বসু হাসিমুখে বলেন যে, মৃত্যুতে তাঁর কিছুমাত্র ভয় নাই।

মজফফরপুর জেলে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট ক্ষুদ্রিমবসুর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বৎসর ৭মাস ১১ দিন।

( সংকলিত )

শৈশব - বাল্যকাল, অনুপ্রাণিত - প্রোৎসাহিত, নিরাপত্তা - সুরক্ষা, দায়িত্ব - ভার,  
সমগ্র - সমস্ত, জেল - কারাগৃহ, বিলি - বিতরণ, বিনিময় - বদল, তল্লাসি - খোঁজ

## অনুশীলনী

### ১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- ক) ----- জেলার হাবিবপুর গ্রামে ক্ষুদিরামের জন্ম হয়।
- খ) প্রাথমিক শিক্ষার পর তমলুকের ----- স্কুলে লেখাপড়া করেন।
- গ) যুগান্তর বিপ্লবী দলের পক্ষ থেক ----- কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ঘ) পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ----- গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন।

### ২) এক বাক্যে উত্তর দাও।

- ক) ক্ষুদিরাম বসুর বাবার নাম কি?
- খ) ক্ষুদিরাম বসু কার কাছে প্রতিপালিত হয়?
- গ) কখন ও কোন আন্দোলনের দ্বারা ক্ষুদিরাম প্রভাবিত হন?
- ঘ) সুশীল সেন কে কেন বেত মারার আদেশ দেওয়া হয়?
- ঙ) ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা কত অনুসারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়?
- চ) ফাঁসির আদেশ শুনে ক্ষুদিরাম বসু কি বলেন?

### ৩) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক) ক্ষুদিরাম বসুর নাম “ক্ষুদিরাম” কেন রাখা হয়?
- খ) ক্ষুদিরাম প্রথমবার কখন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন?
- গ) গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়ে, ক্ষুদিরাম বসু কি কি শিক্ষা গ্রহণ করেন?
- ঘ) ক্ষুদিরাম বসুকে কত তারিখে ফাঁসি দেওয়া হয়? তখন তার বয়স কত ছিলো?

### ৪) নিচে দেওয়া বাক্যগুলি ঘটনা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো।

- ক) সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন।
- খ) পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু হয়।
- গ) কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে একটি ঘোড়ার গাড়িতে বোমা নিষ্কেপ করে।
- ঘ) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।
- ঙ) এই সময় থেকে তাকে প্রতিপালন করেন তার বড় বোন অপরূপা।
- চ) প্রাথমিক শিক্ষার পর তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে লেখাপড়া করেন।

### ৫) অনুলেখন করো।

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ক) হ্যামিল্টন = -----   | খ) খ্রিস্টাব্দে = -----  |
| গ) কিংসফোর্ড = -----    | ঘ) অপরূপা = -----        |
| ঙ) প্রেসিডেন্সি = ----- | চ) ম্যাজিস্ট্রেট = ----- |

## ৬. বিপ্লবীদের নাম খুঁজে ছকবন্দ করো।

দি	নে	শ	ক	বা	ম	জ	বি	গ
স	তা	ড়	য	দ	ন	ট	ন	র
ত্যে	জী	ন	হ	ল	প	জ	য	ফ
ন্দ	সু	য	তী	ন্দ	না	থ	ব	সু
না	ভা	ত	ধ	সু	ধ	ঝ	ড়	ষ
থ	ষ	চ	হ	র্ঘ	স	ণ	ঙ্ক	ড়
ব	ব	ম	প	সে	হ	ম	জ	ক
না	জ	ড	য	ন	গ	ন	প	ত
সু	বু	য়	ত	শ্রী	অ	র	বি	ন্দ

এসো বুঝে নেই

বর্ণমালা :

ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণের সমষ্টিকে বর্ণমালা বলা হয়।

বাংলা ভাষার বর্ণ দুই প্রকার - স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ

**স্বরবর্ণ :** যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজেই উচ্চারিত হয় তাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ মোট চৌদ্দটি।

যথা- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, খ, ঙ, এ, ঐ, ও, গু, অং, অঃ

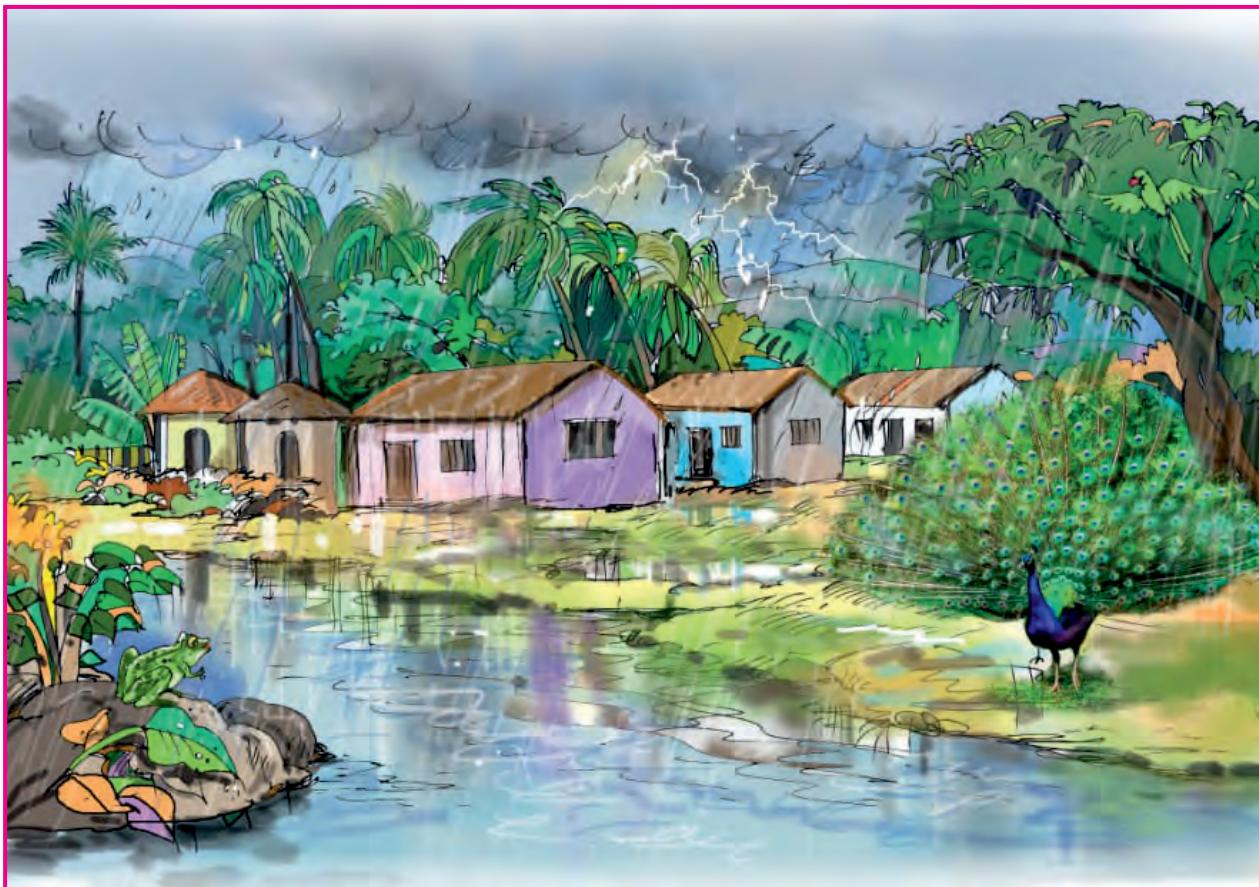
**ব্যঞ্জনবর্ণ :** যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ মোট একচালিশটি। যথা- ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, - - - ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করার সময় ‘অ’ স্বরবর্ণটিও উচ্চারিত হয়।

যেমন-      ক + অ = ক ;      ম + অ = ম

**বর্ণ-বিশ্লেষণ :** কয়েকটি বর্ণ মিলে গঠিত হয় শব্দ। শব্দের মধ্যে যে সব বর্ণ থাকে সেগুলিকে ভেজে দেখানোর নাম বর্ণ-বিশ্লেষণ।

যথা- দেশী = দ + এ + শ + ঈ ;    রানী = র + আ + ন + ঈ

**উপক্রম :** মহান বিপ্লবীদের ছবি সংগ্রহ করে তাদের সম্পর্কে নিজের ভাষায় লেখো।



রাতদিন ঝমঝাম  
কি সাজে সেজেছে রাণী !  
আননে বিজলী হাসি,  
আঁচলে কেতকী-ছটা,  
শিথী নাচে,ভেকে গায়,  
বসুধা আনন্দ ভরে  
ডুবেছে রবির ছবি-  
আকাশ গলিয়া পড়ে  
উথলিছে গঙ্গা,পদ্মা,  
মরণে রয়েছে ছেয়ে  
রাতদিন ঝম ঝম  
দেখেছি অনেকতর

রাতদিন টুপ-টুপ  
এ কি সাজ অপরূপ!  
গলায় কদম-হার,  
এ আবার কি বাহার!  
মেঘে গুরু গরজন,  
কত করে আয়োজন!  
ডুবেছে চাঁদিমা তারা,  
তরল রজত ধারা!  
পরাণে ধরে না সুখ,  
তোমারি মেহের মুখ,  
রাতদিন টুপ-টুপ,  
দেখিনি তো এত রূপ!

বিজলী - বিদ্যুৎ, অপরূপ - খুব সুন্দর, আননে - মুখে, ছটা - কিরণ, শিখী - ময়ূর,  
রবি - সূর্য, ভেক - ব্যাঙ, বসুধা - পৃথিবী, রজত - রূপা, কেতকী - কেয়া ফুল

## অনুশীলনী

### ১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- ক) আননে ----- হাসি, গলায় কদম হার।
- খ) ----- নাচে ভেকে গায়।
- গ) আঁচলে কেতকী ছটা এ আবার কি -----
- ঘ) কি সাজে সেজেছ -----
- ঙ) পরাণে ধরে না -----

### ২) জোড়া মেলাও।

'ক'	'খ'
আননে	গঙ্গা, পদ্মা
গলায়	কেতকী ছটা
আঁচলে	বিজলী হাসি
উথলিছে	কদম হার

### ৩) এক বাক্যে উত্তর দাও।

- ক) ঝমঝম ও টুপ-টুপ করে কি পড়ে ?
  - খ) বর্ষার সময় মেঘেরা কি করে ?
  - গ) কার গলায় কদমের হার ?
  - ঘ) আকাশ কিভাবে গলে পড়ে ?
- ৪) শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে তিনটি করে শব্দ তৈরী করো।

যথা:- আনন - নব - নয়ন - নল

- ক) সুখ - -----
- খ) কদম - -----
- গ) রজত - -----

### ৫) বিপরীত শব্দ লেখো।

- |               |              |
|---------------|--------------|
| আকাশ × -----  | রাত × -----  |
| আনন্দ × ----- | হাসি × ----- |

কৃতি : দেখো বোবো ও তৈরী করো

৫

## শুভেচ্ছা পত্র

( সাহিত্য : সাদা কাগজ, রঙিন কাগজ,কাঁচি,আঁষা,মোতির মালা, ক্ষেচপেন )



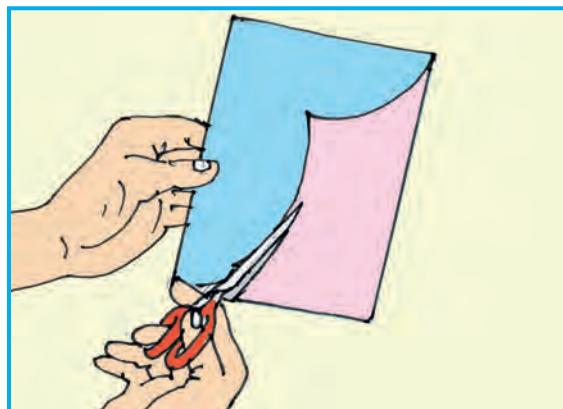
একটা রঙিন কাগজ নাও ও মাঝ থেকে ভাজ করো।



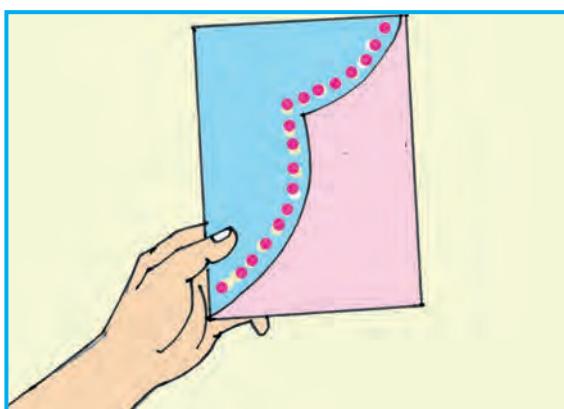
অন্য একটি রঙিন কাগজ আঁষা দিয়ে ওই ভাজের উপর লাগিয়ে দাও।



আঁষা দিয়ে লাগানো কাগজটা শুকিয়ে নাও।



প্রথম পৃষ্ঠা কাঁচি দিয়ে কেটে ডিজাইন বানাও।



ডিজাইন পৃষ্ঠে আঁষা দিয়ে মোতি লাগিয়ে দাও।



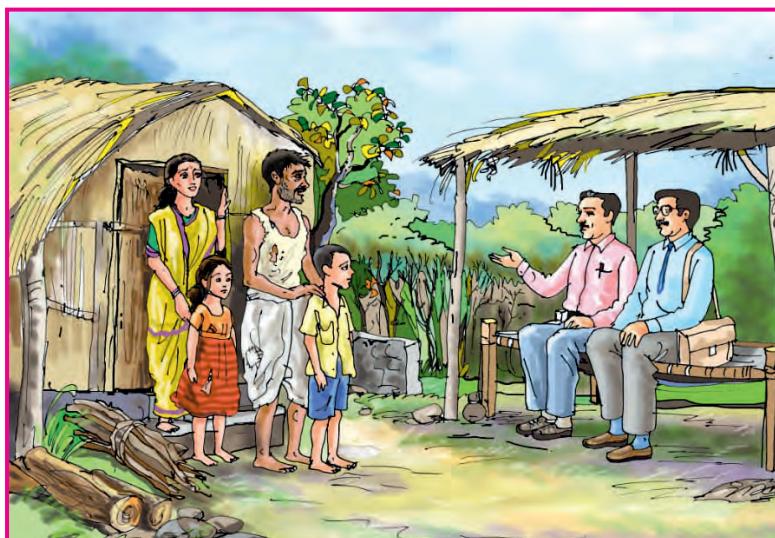
ক্ষেচপেন দিয়ে শুভেচ্ছা পত্র লিখে দাও।

এবার সুন্দর একটি শুভেচ্ছা পত্র তৈরী হলো।

লোধা নামে যে একটি আদিবাসী জাতি আছে তা হয়তো তোমরা জানোই না। ১৯৮১র সেপ্টেম্বরে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ লক্ষ সন্তুর হাজার ছয়শো বাহাত্তর জন আদিবাসী আছে। আটত্রিশ জাতি আদিবাসী এই বাংলায় থাকে। তাদের কথা না জেনে তোমরা যদি বড় হয়ে যাও, তাহলে দেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার জীবনটা ওদের নিয়েই কাটে। তাই ওদের কথা লিখতে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।

লোধা, খেড়িয়া এই দুটি আদিবাসী জাতির নাম বিশেষ করে মনে রেখো। ইংরেজ যখন রাজত্ব করত তারা গোটা ভারতবর্ষে রাজ্যে রাজ্যে অনেক ছোট ছোট আদিবাসী জাতিকে 'অপরাধ প্রবণ' বলে দাগ মেরে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে যেমন লোধা আর খেড়িয়া।

এরা সব বনবাসী জাতি। জঙ্গল ওদের মা। বনের গাছ, ফুল, ফল, লতা, মূল, ওষুধের গাছ, ধুনো, মধু এসব জোগাড় করে ওরা বেঁচে থাকে। শিকারেও ওরা দারুণ ওস্তাদ। বন থেকে কাঠ, পাতা, ফল, মধু আনলে যে চুরি করা হয় তা ওরা জানত না। তাই কপালে জুটল মিথ্যে অপবাদ। অবশ্যে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার বলল, এরা 'অপরাধ প্রবণ' নয়। কিন্তু সমাজের মানুষ ওদের চোর-ডাকাতই ভাবতো। এখন এরা নিজেরাই লেখাপড়া শিখে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।



বড়ই গরীব ওরা ! জমি নেই যে চাষ করবে। লেখাপড়া জানে কম জন। খুব কম লোধা খেড়িয়া চাকরি করে। আমি কত আদিবাসী গ্রামে গেছি, কত ঘরে থেকেছি, কত ঘরে খেয়েছি কি বলবো। লোধা ঘরেও থেকেছি। সুখের কথা, এখন রাজ্য সরকার লোধাদের সাহায্য করার নানা ব্যবস্থা করেছেন। লোধা মেয়েরাও তীর চালাতে পারে খুব। এই লোধা ঘরের এক অবাক ছেলে সুধীর শবর। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ও প্রথম বিভাগে পাশ করে ফেলেছে। আমি তো বলি এ বছর সবার উপরে ওর রেজাল্ট। কেন তাও বলি।

মেদিনীপুরে জামবনি থানার কশাফলিয়া গ্রামে ওর ঘর। সে গ্রামে কি জঙ্গল পেরিয়ে

যেতে হয়, কত যে দূর দুর্গমে সে বলে বোঝানো কঠিন। জঙ্গলের পথে হাতি আসে মাঝে মাঝে। রাস্তা বলতে কিছু নেই। তেমনি গ্রামে থাকেন গুরুচরণ শবর আর তার স্ত্রী। খেজুর পাতায় ছাওয়া একখানি ঘর। সুধীর বড়, ওর ছোট বোনটিও পড়ছে। ধন্য ওই বাবা আর মা। ওঁদের জমি নেই, গরু নেই, কিছু নেই। জঙ্গল থেকে কাঠ আনেন। কাঠ বেচে চাল কেনেন।

গ্রামে অমন গরীব ঘরে ছেলে মেয়েরা পড়ে না। সাত-আট বছর হলেই তারা অন্য বড়লোকদের গরু ছাগল চরায়, বাগানে কাজ করে। সবাই রোজগার করে। সুধীর যখন কশাফলিয়ার প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, ওর মাস্টার মশাই সাঁওতাল কালীপদ মাণি বললেন, 'সুধীরের মা! ছেলেটা তো ভালো, ওকে পড়াবে তো ?'

মাথায় কাঠের বোঝা, ছেঁড়া কাপড় পরণে, মা বললেন, 'ব্যবস্থা করে দাও।' কালীপদ মাণি ওকে নিয়ে গেলেন কাপগাড়ি স্কুলে। সে স্কুল খুব নামকরা। লোধা ছেলে সুধীর তো হোস্টেলে হাঁপিয়ে ওঠে। স্কুলের পর গাছে চড়ব, পাখি মারব, মাছ ধরব, তা তো হয় না। তখন মাস্টার ভবেশ মাহাতো আর আরেক জন সাঁওতাল শিক্ষক ওকে নিজেদের হাতে নিলেন।

সুধীর শবর প্রথম বিভাগে পাশ করেছে এতে ওর মাস্টাররাও বেজায় খুশি। আমিতো খুশি হবই। আমার মনে হচ্ছে চোখে না দেখলেও আমার একটা নাতি পাশ করেছে। সুধীর পাশ করার পর সরকারি অফিসার ওদের বাড়ি গেলেন। সত্যিই তো, একখানি পাতার ঘর। আর কাঠ কেটে বেচে এমন বাপ-মা। সুধীরের মাকে অনেক কথা বললেন। 'গরু বা ছাগল নেবে মা?' 'গরু-ছাগল নিলে চরাবে কে?' ছেলে মেয়ের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। চাই না গরু ছাগল। 'ফলের গাছ লাগাবে ?' 'আমরা বুড়োবুড়ি তো কাঠ আনতে যাব। গাছের যত্ন করতে গেলে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা হবে না।' 'কি করে তোমাদের সাহায্য করব বলো ?' যার একটি আস্ত কাপড় নেই। সেই আরণ্য কন্যা সগর্বে বলল, 'আমার ছেলেমেয়েকে পড়াতে সাহায্য করো।'

সুধীর, এই অবস্থায় থেকে, তবু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, তাকে ধন্য বলব না ? সুধীরের মাকেও ধন্য ধন্য বলব। মা বড় না হলে ছেলে মেয়ে বড় হয় না। সুধীরের মা চারপাশে লোধা ঘরে দেখেছে বাপ-মা গরীব, ছেলে মেয়ে পড়েনা। কালীপদ মাণি লোধা ছেলেদের ধরে ধরে স্কুলে আনেন। অনেকেই পালায়। তা দেখে সুধীরের মা একবারও ভাবেননি আমার ছেলে গরু চরাক, আমার মেয়ে ওদের গোয়ালে কাজ করুক। কাঠ বেচেই ওঁরা ছেলে মেয়েকে বই, খাতা, জামা কাপড় সাধ্যমতো কিনে দিয়েছেন। বলেছেন লেখাপড়া শেখো। (সংক্ষেপিত)

### অর্থ জেনে নাও

সেঙ্গাস - জনগণনা, দুর্গম - সহজে যাওয়া যায় না, আদিবাসী - পূর্বের বাসিন্দা,  
জোগাড় - সংগ্রহ, অপরাধ প্রবণ - যাহারা অপরাধী, অনাচারী, ওস্তাদ - নিপুণ

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- ক) ----- জাতি আদিবাসী এই বাংলায় থাকে।
- খ) লোধা মেয়েরাও ----- চালাতে পারে খুব।
- গ) মা বড় না হলে ----- বড় হয় না।
- ঘ) কালিপদ মাণি ----- ছেলেদের ধরে ধরে স্কুলে আনেন।

২) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) ইংরেজ শাসন আদিবাসী জাতিকে কি বলে দাগ দিয়েছিল?
- খ) সুধীর শবর কোন আদিবাসী জাতির ছেলে ছিল?
- গ) সুধীর শবরের বাড়ি কোথায় ?
- ঘ) সুধীরকে কোন স্কুলে ভর্তি করা হয় ?

৩) কে কাকে বলেছে লেখো।

- ক) “গরু বা ছাগল নেবে মা ?” -----
- খ) “গাছের যত্ন করতে গেলে ছেলেমেয়েদের পড়া হবে না।” -----

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) সুধীরের বাড়ির পরিস্থিতি কেমন ছিল ? নিজের ভাষায় লেখো।
- খ) বনবাসী জাতি কিভাবে বেঁচে থাকে ?
- গ) সরকারি অফিসার সুধীরের মা-বাবাকে কি দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন ?

৫) বাক্য রচনা করো।

- ক) আদিবাসী - -----
- খ) দুর্গম - -----
- গ) রোজগার - -----
- ঘ) অফিসার - -----

**উপক্রম :** \* বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আদিবাসী নৃত্যের আয়োজন করো।



অবদান - ত্যাগ, শ্রম - মেহনত, প্রশংসা - স্তুতি, অশ্রু - চোখের জল,  
নৈতিক - নীতিবিষয়ক, মূল্য - দাম, ইষ্ট - আত্মীয়, মিত্র - বন্ধু, পদ - আসন

## অনুশীলনী

### ১. শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

- ক) মাঠে ঘাটে \_\_\_\_\_ থাকো শুধু খাটতে।
- খ) \_\_\_\_\_ মিত্রের মুখে কখনও বা প্রশংসার তুল্য।
- গ) তোমরা বিনা নাই যে মোদের কোনোই \_\_\_\_\_।
- ঘ) তোমরা মোদের \_\_\_\_\_ তার ছায়ায় রাখি মাথা।

### ২. এক কথায় উত্তর দাও।

- ক) মা বাবা দুজনে কিসের বোকা বইছে?
- খ) কারা তোমাদের সবসময় খুশী রাখতে চায়?
- গ) এই কবিতায় কি মুছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
- ঘ) মা-বাবাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

### ৩. সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) মা-বাবাকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেনো?
- খ) মা-বাবার অশ্রুজল সন্তানেরা কিভাবে মুছিয়ে দিতে চায়?
- গ) তুমি তোমার বাবা-মাকে কিভাবে আনন্দ প্রদান করবে?

### ৪. সমার্থক শব্দ লেখো।

- ক) মা = \_\_\_\_\_      খ) বাবা = \_\_\_\_\_      গ) দিন = \_\_\_\_\_

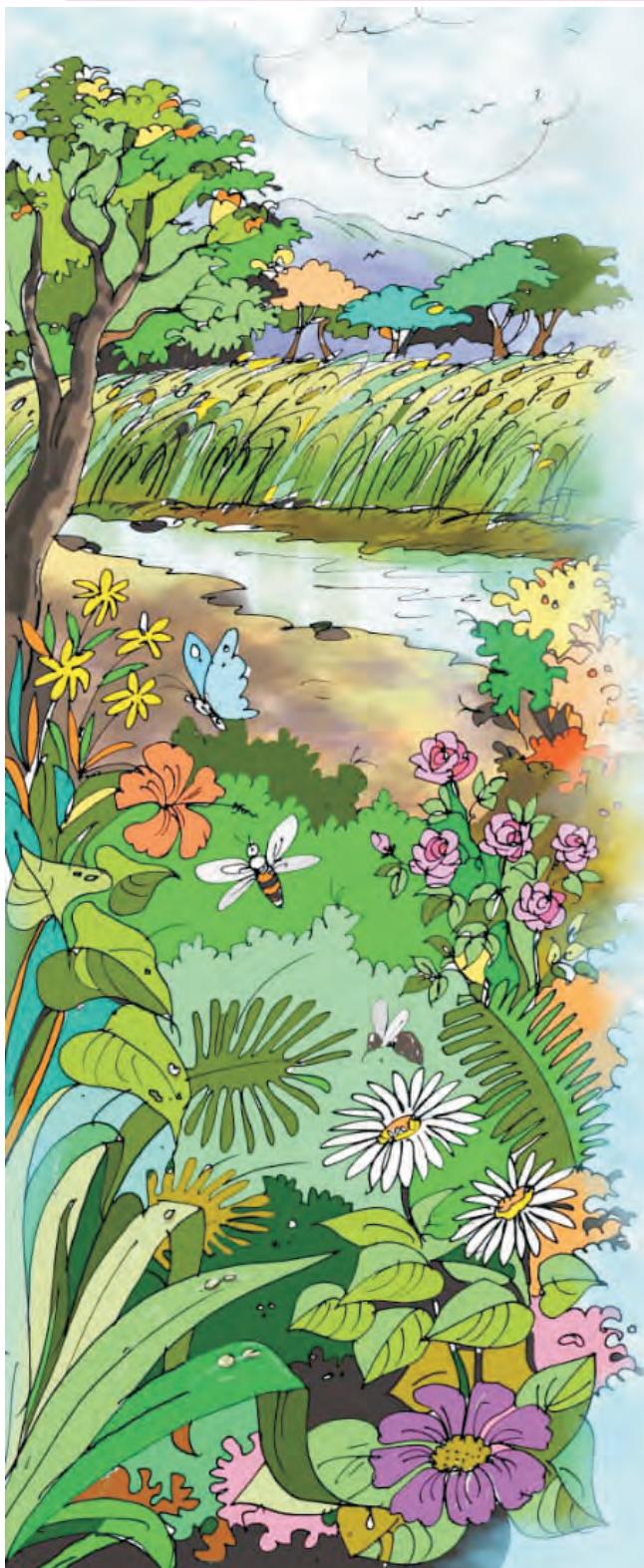
### ৫. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো।

- ক) খুশী × \_\_\_\_\_      খ) দিন × \_\_\_\_\_      গ) কষ্ট × \_\_\_\_\_      ঘ) বড়ো × \_\_\_\_\_

### ৬. বর্ণ বিশ্লেষণ করো

- ক) নৈতিক=      খ) অশ্রু=      গ) বৃক্ষ =

**উপক্রম :** তোমাদের মা-বাবা প্রতিদিন কি-কি কাজ করে তার তালিকা তৈরী করো।



এসেছে শরৎ, হিমের পরশ

লেগেছে হাওয়ার পরে।

সকাল বেলায় ঘাসের আগায়

শিশিরের রেখা ধরে।

আমলকী-বন কাঁপে যেন তার,

বুক করে দুরং দুরং।

পেয়েছে খবর, পাতা-খসানোর

সময় হয়েছে শুরু।

শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল,

টগর ফুটিল মেলা।

মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়

মৌমাছি দুই বেলা।

গগনে গগনে বরষন-শেষে

মেঘেরা পেয়েছে ছাঢ়া।

বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,

নাই কোনো কাজে তাড়।

পরশ - স্পর্শ, কুঁড়ি - মুকুল, খোঁজ - সন্ধান, গগন - আকাশ, বরষন - বর্ষা,  
হিম - বরফ, তাড়া - ব্যস্ততা, শিউলি - শেফালী ফুল, শিশির - নিশাজল

**অনুশীলনী**

**১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**

- ক) এসেছে \_\_\_\_\_, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে।
- খ) \_\_\_\_\_ কাঁপে যেন তার, বুক করে দুরু দুরু।
- গ) টগর ফুটিল \_\_\_\_\_।
- ঘ) \_\_\_\_\_ পেয়েছে ছাড়া।

**২) এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

- ক) হিমের পরশ কোথায় লেগেছে ?
- খ) শিশিরের রেখা কখন ধরে ?
- গ) মালতী-লতায় কে খোঁজ নিয়ে যায় ?
- ঘ) কারা ছাড়া পেয়েছে ?

**৩) সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

- ক) আমলকী-বন কেন ও কিভাবে কাঁপছে ?
- খ) মেঘেরা কখন ছাড়া পেয়েছে ?
- গ) শরৎ কালে প্রকৃতির কোন কোন পরিবর্তনের কথা কবিতায় উল্লেখ আছে ?

**৪) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।**

যথা:- মেলা-বেলা

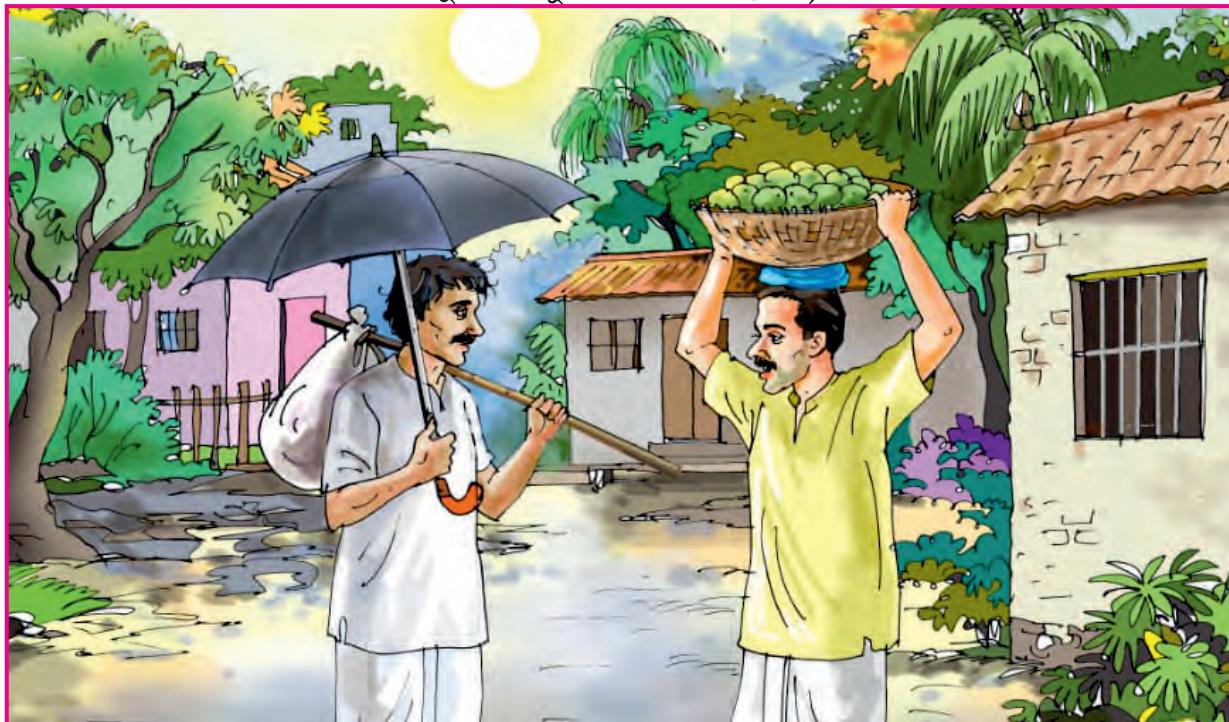
**৫) নিম্নলিখিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করো।**

- ক) হিম = \_\_\_\_\_ খ) কুঁড়ি = \_\_\_\_\_
- গ) মৌমাছি = \_\_\_\_\_ ঘ) টগর = \_\_\_\_\_

**উপক্রম :** বিভিন্ন ঋতুতে পরিবেশে কি-কি পরিবর্তন হয় তা নিরীক্ষণ করো ও ছবি সংগ্রহ করো।

রাজপথ

( ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ-পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি-  
উসকো খুসকো চুল- শ্রান্ত চেহারা )



**পথিক** : নাঃ, একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি।  
এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকী। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে  
উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরাণের বাড়ি। দুপুর রোদে দরজা এঁটে  
সব ঘূম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশী চেঁচাতে গেল হয়তো লাঠি নিয়ে  
তেড়ে আসবে। পথেও তো লোকজন দেখছি নে। ঐ একজন আসছে!  
ওকেই জিঙ্গাসা করা যাক।

( বুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ )

**পথিক** : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

**বুড়িওয়ালা** : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের  
সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি।

**পথিক** : না, না, আমি তা বলিনি-

**বুড়িওয়ালা** : না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কি না! তা তো

- পথিক** : আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলাম-  
**বুড়িওয়ালা** : না হে, জলপাই চাচ্ছি নে।
- পথিক** : চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব', 'কোথায় পাব' করছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?
- পথিক** : আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি জল চাচ্ছিলাম
- বুড়িওয়ালা** : জজল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়- 'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙ্গাও কি তাই? বরকে কি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি আর চালতার খোঁজ করেন?
- পথিক** : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।  
**বুড়িওয়ালা** : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন বুড়ি নিয়ে যাচ্ছি, তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? বুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।
- ( বুড়িওয়ালার প্রস্থান )
- পথিক** : দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে! যাক, এই বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।  
 ( লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃন্দের প্রবেশ )
- বৃন্দ** : কে ও গোপাল নাকি?
- পথিক** : আজ্ঞে না, আমি পুব-গাঁয়ের লোক, একটু জলের খোঁজ করছিলুম।
- বৃন্দ** : বল কি হে? পুব-গাঁ ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ করতে? হাঃ, হাঃ, হাঃ, তা যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকার জল।
- পথিক** : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।  
**বৃন্দ** : তা তো পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন জল তো খাওনি কখনো। বলি, ঘুমড়ির জল খেয়েছো কোনো দিন?
- পথিক** : আজ্ঞে না, তা খাইনি।
- বৃন্দ** : খাওনি? আঃ, ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামার বাড়ি-আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়! কত জল খেলাম-কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল কিন্তু মামা-বাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন কেওড়া দেওয়া শরবত।

- পথিক** : তা মশাই, আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন । আপাতত এই তেষ্টার সময় যা হয় একটু আমার গলায় পড়লেই চলবে ।
- বৃন্দ** : তাহলে বাপু, তোমার গাঁয়ে বসে খেলেই তো পারতে । পাঁচ কোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার কী দরকার ছিল ? যা হয় একটা হলেই হলো ও আবার কি রকম কথা ? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না, ব্যস । গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি ? আমি ওরকম ভালোবাসিনে । হ্যাঁ.....
- ( রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃন্দের প্রস্থান )
- ( পাশের এক বাড়ির জানালা খুলে আর এক বৃন্দ হাসিমুখ বাহির করল )
- বৃন্দ** : কি হে ? এত তর্কাতর্কি কিসের ?
- পথিক** : আজ্ঞে না, তর্ক নয় । আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না, কেবলই সাত-পাঁচ গল্ল করতে লেগেছেন । তাই বলতে গেলুম তো রেগে-মেগে অস্থির!
- বৃন্দ** : আরে দূর, দূর । তুমিও যেমন ! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি ? ও মুখ্যটা কি বললে তোমায় ?
- পথিক** : কি জানি মশাই, জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, কলের জল, মামা বাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে ।
- বৃন্দ** : হ্লঁ, ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি । তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে । ভারি তো ফর্দ করেছে । ও যদি পাঁচটা জল বলে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব ।
- পথিক** : আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলছিলুম কি, একটু খাবার জল-
- বৃন্দ** : কি বলছ ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা শুনে যাও । বৃষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, ছক্কোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ-ল, আহ্লাদে গলে জ-ল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিলে যেন জ-ল- ক'টা হলো ? গোনোনি বুঝি?
- পথিক** : না মশাই, গুনিনি, আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই ।
- বৃন্দ** : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো ? যাও, যাও, মেলা বকিও না । একেবারে অপদার্থের একশেষ ।
- পথিক** : নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই; এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুর- টুকুর পাই কি না..... ( সশব্দে জানালা বন্ধ করল )
- ( যবণিকা)

ଘିଲୁ - ମଞ୍ଚିକ, ଜଳପାଇ - ଟକ ଜାତୀୟ ଫଳ, ଏଯେଛ - ଏସେଛ, ମୁଖ୍ୟ - ମୁଖ,  
କେଓଡ଼ା - କେଯା ଫୁଲ, ଖାସା - ଉତ୍ତମ, ତୋଫା - ବେଶ/ଚମରକାର, ତେଷ୍ଟା - ତୃଷ୍ଣା

### ଅନୁଶୀଳନୀ

୧) ସମାନାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦେର ସଠିକ୍ ଜୋଡ଼ା ଲାଗାଓ ।

- | ଆ          | ବ          |
|------------|------------|
| କ) ଚୁଲ     | ଅ) କ୍ଲାନ୍ଟ |
| ଖ) ଶ୍ରାନ୍ତ | ବ) ମୁଖ     |
| ଗ) ଗାଁଯେ   | କ) କେଶ     |
| ଘ) ବୋକା    | ଡ) ଗ୍ରାମେ  |

୨) ଏକ ବାକ୍ୟେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- ପଥିକେର ବାଡ଼ି କୋଥାଯ ଛିଲ ?
- ବୁଡ଼ିଓୟାଲାର ବୁଡ଼ିତେ କି ଛିଲ ?
- ବୃଦ୍ଧେର ମାମା ବାଡ଼ି କୋଥାଯ ?

୩) ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟିର ସମ୍ମୁଖେ '√' ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ବାକ୍ୟଟିର ସମ୍ମୁଖେ 'x' ଚିହ୍ନ ବସାଓ ।

- ପଥିକ ଜଳପାଇ ଖୁଁଜିଲେନ । ( )
- ବୁଡ଼ିଓୟାଲାର କାଛେ କାଁଚା ଆମ ଛିଲ । ( )
- ପଥିକ ପୁର-ଗାଁଯେର ଲୋକ ଛିଲେନ । ( )
- ବୃଦ୍ଧ ପଥିକକେ ଜଲେର ସନ୍ଧାନ ବଲେ ଦେଯ । ( )

୪) ଶବ୍ଦେର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଦିଯେ ନୁତନ ଶବ୍ଦ ତୈରୀ କରୋ ।

- ଅବାକ -----
- ଖ) ଆଲୁବୋଖରା -----

୫) ଏଲୋ ମେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଜିଯେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ତୈରୀ କରୋ ।

- ଜା ର ଦ
- କ ଜ ବ ନ୍ଦା ର
- ଇ ଲ ଜ ପା
- ମ ହ ଚ ର କା

୬) କେ କାକେ ବଲେଛେ ଲେଖୋ ।

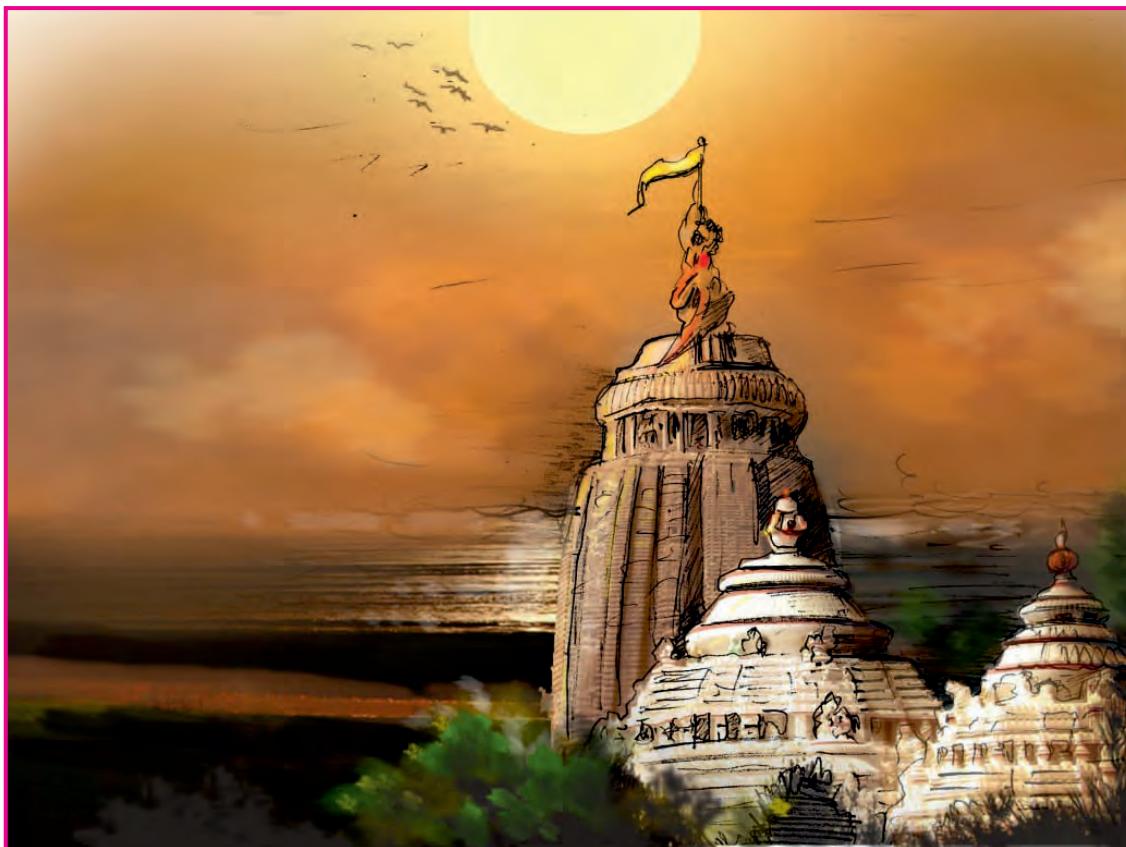
- ଏକଟୁ ଜଳ ପାଇ କୋଥାଯ ବଲତେ ପାରେନ ? -----
- ଏକେବାରେ ଅପଦାର୍ଥେର ଏକଶେଷ । -----

୭) ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧ କୋନ କୋନ ଜଲେର କଥା ବଲେଛିଲେନ ?
- ପଥିକେର ତେଷ୍ଟା ପାଓୟାର କାରଣ କି ?
- ପଥିକେର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ହେଉଛିଲ କି ? କେଣୋ ?

আজ আমি ভূমণ করতে যাবো সম্পূর্ণ নতুন পথে নতুন দেশে। ভারতবর্ষের যে অংশটার কথা আমরা অনেকেই বেশী জানি, তার নাম আর্যবর্ত। ভারতের দক্ষিণ খণ্ডের নাম হল দাক্ষিণাত্য।

দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে উত্তর ভারতবাসীর পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তবু দক্ষিণ ভারতের



সঙ্গে পরিচয় হলে বুঝতে পারা যায় যে প্রাকৃতিক শোভায় এই ভূখণ্ড ঐশ্বর্যশালী।

আজ পুরীর দিকে যাত্রা করব। ভারতের সবসুন্দর চারটি 'ধাম' আছে, উত্তরে বদরীনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে রামেশ্বরম ও পূর্বে জগন্নাথ ধাম। হিন্দুর বিশ্বাস অনুযায়ী যাঁরা এই চারটি তীর্থ ভূমণ করেছেন, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

পুরী অর্থাৎ জগন্নাথ ধামের আর এক নাম হলো 'শ্রীক্ষেত্র'। এখানে কোন জাতি বিচার নেই। ব্রাহ্মণ ও চণ্গাল এখানে একত্রে অন্ধগ্রহণ করেন, শাস্ত্রমতে কোনো অন্যায় হয় না।

এই পুরী শহর একেবারে বঙ্গোপসাগরের তীরেই অবস্থিত। এতো বড়ো তীর্থস্থান এবং এক-একটা পর্বে স্ত্রী-পুরুষের এমন ভিড় এক কুস্তমেলা অথবা হরিহর ছত্রের মেলা ভিন্ন সারা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এখানে রথ যাত্রার সময় কেবল যে ভারতের সকল

অংশ থেকে অগণিত তীর্থ্যাত্মী আসেন, তাই নয়- এশিয়া, ইওরোপ, এমন কি সুদূর আমেরিকা থেকেও বহু ভ্রমণকারী হিন্দুতীর্থের এই মহিমা দেখতে আসেন।

পুরীর মন্দির দেখলে সহজেই মনে হয় যে, উত্তর ভারতের কোনো মন্দির অথবা পুরাকীর্তির সঙ্গে এর নির্মাণ-ভঙ্গীর ঐক্য নেই। জগন্নাথ দেবের মন্দির অতি বিশাল এবং বিস্তৃত। ভারতের আর কোনো তীর্থে ঠাকুরকে এমন করে ডাল- ভাতের ভোগ দেওয়া হয় না- সেইজন্য পুরীকে ভারতবাসীরা ভারতের 'অন্নসত্ত্ব' বলে অভিহিত করেন। মন্দিরের ভিতরে গেলে তোমরা দেখবে - তিনটি মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা পাশাপাশি রয়েছেন। মূল মন্দিরের ভিতরে যাত্রীরা খুব কাছে গিয়েই দর্শন করে আসতে পারেন।

মন্দির আর সমুদ্র- এই হলো পুরীর সর্বপ্রধান আকর্ষণ। মন্দির থেকে বেরিয়ে এবার আমরা ওই পূর্ব দিকের পথটি ধরে সমুদ্রের দিকে যাব। বেশীদূর নয়,- আধ মাইলের মধ্যেই। কিছুদূর গেলেই 'স্বর্গদ্বার' পল্লী পাওয়া যাবে।

কান পেতে শোনো কিসের আওয়াজ! মেঘের গর্জনের সঙ্গে দানবের নিঃশ্বাস কল্পনা কর। ওই শোনো গুরু গুরু গর্জন, তার সঙ্গে যেন ঝড়ের উন্মত্ত প্রলাপ। সহসা স্বর্গদ্বারের পথ পেরিয়ে এসেই চেয়ে দেখ, উপরের নীল আকাশ নীচে নেমে এসেছে তোমার পথের ধারে। হ্যাঁ, এরই নাম সমুদ্র। এই ঝড়ের বাতাস, এটা চলছে সারাদিন, সারারাত, যুগ-যুগান্তর ধরে। এই ঝড়ের বাতাস চলছে অবিশ্রান্ত। যদি পৃথিবীতে কোথাও বাতাস না থাকে, এখানে থাকবেই। এই সমুদ্রের বালুকাবেলায় সারাদিন বসে কত বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ গল্ল-গুজব করে। সমুদ্রের ধারে গ্রীষ্মকালে গরম কম, শীতকালেও অপেক্ষাকৃত শীত কম। সারাদিন ধরে নুলিয়া জেলেরা সমুদ্রের জলে মাতামাতি করছে। কত স্ত্রী-পুরুষ সকালে স্নানের সময়ে জলে নেমে গিয়ে টেউ খাচ্ছে। সকালে সমুদ্রের উপর সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না দেখার জন্য কত লোক কত দেশ থেকে এখানে আসে। আকাশের তারায় আর জ্যোৎস্নায় অবিশ্রান্ত আনন্দলিত সাগরতরঙ্গে মনে হয়, যেন কোটি কোটি মণি-মাণিক্য জ্বলছে। আবার বর্ষায় যখন কালো মেঘ দিগন্ত ছেয়ে ঘনিয়ে আসে তখন সাগরের জটাজুট-রূদ্রমূর্তি দেখতে ভয় করে। মনে হয়- লক্ষ লক্ষ সিংহের গর্জনে পৃথিবী কাঁপছে। প্রলয় বুঝি আসন্ন। আবার শরৎকালের মধুর রৌদ্রে দেখবে সাদা ডানা মেলে দিয়ে বক আর সামুদ্রিক পাখির সারি কোথায় যেন উড়ে চলেছে। সমুদ্র চির পুরাতন হয়েও চির নতুন। এইরূপ শোভা যতই দেখনা কেন, ক্লান্তি কিছুতেই আসবে না।

### অর্থ জেনে নাও

আসন্ন - আগত, ঘনিষ্ঠ - নিকটতম, জ্যোৎস্না - চাঁদের আলো, পল্লী - গ্রাম পুনর্জন্ম -  
মৃত্বুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ, গ্রিশুর্যশালী - বৈত্তবশালী, বিস্তৃত - বিস্তারিত

১) খালি জায়গায় সঠিক শব্দ বসাও।

ক) ভারতের দক্ষিণ খণ্ডের নাম হল \_\_\_\_\_

খ) এই পুরী শহর একেবারে \_\_\_\_\_

গ) পুরীর সর্বপ্রধান আকর্ষণ \_\_\_\_\_

২) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) ভারতে সবসুন্দর কয়টি ধাম আছে ?

খ) জগন্নাথ ধামের আর এক নাম কি ?

গ) পুরীর মন্দিরকে কি বলে অভিহিত করা হয় ?

৩) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক) জগন্নাথদেবের মন্দিরের বর্ণনা করো।

খ) পুরী শহর কোথায় অবস্থিত ? এখানের পর্বের সময় কেমন ভিড় হয় ?

৪) বাক্য রচনা করো।

ক) সূর্যোদয় - \_\_\_\_\_ খ) নীল - \_\_\_\_\_ গ) মৃতি - \_\_\_\_\_

ঘ) আকাশ - \_\_\_\_\_ ঙ) পৃথিবী - \_\_\_\_\_ চ) ভ্রমণ - \_\_\_\_\_

৫) বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) বিশ্বাস x \_\_\_\_\_ খ) নতুন x \_\_\_\_\_

গ) দক্ষিণ x \_\_\_\_\_ ঘ) পূর্ণ x \_\_\_\_\_

৬) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

ক) ব্রান্দণ - খ) স্ত্রী - গ) বালক - ঘ) ছাত্র -

৭) সমার্থক শব্দ লেখো।

ক) আকাশ =   খ) পল্লী =   গ) সাগর =  

ঘ) পৃথিবী =   ঙ) সূর্য =   চ) ঐক্য =  

৮) নিচে দেওয়া শব্দের শেষ অক্ষর দ্বারা তিনটি নতুন শব্দ তৈরি করো।

যেমন - আকাশ - শরৎ, শীত, শহর

ক) দর্শন - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

খ) গরম - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**উপক্রম :** \* ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের ছবি সংগ্রহ করে তার সমন্বে লেখো।

\* তোমার অনুভব করা যে কোনো একটি ভ্রমণ কাহিনী লেখো।



হও ধরমেতে ধীর

হও করমেতে বীর,

হও উন্নত শির, নাহি ভয় ।

ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান,

হও সবে আণ্ড়য়ান,

সাথে আছে ভগবান,—হবে জয় ।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান् ;

দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—

জগজন মানিবে বিস্ময় !

তেত্রিশ কোটি মোরা নাহি কভু ক্ষীণ,

হতে পারি দীন, তবু নাহি মোরা হীন !

ভারত গগনে, পুনঃ আসিবে সুদিন

—ঐ দেখ প্ৰভাত-উদয়!

উন্নত - সমৃদ্ধ, আগুয়ান - অগ্রসর, দীন - গরীব, উথান - উন্নতি,  
ধীর - শান্ত, পরিধান - বস্ত্রধারণ করা, প্রভাত - সকাল, বিঘ্ন - বাধা

### অনুশীলনী

#### ১. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- ক) হও ..... শির, নাহি ভয়
- খ) ভুলি ভেদা ভেদ ..... হও সবে .....
- গ) ..... কোটি মোরা নাহি কভু ক্ষীণ
- ঘ) হতে পারি ..... তবু নাহি মোরা .....

#### ২. এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) কবি কাদের উন্নত শির হতে বলেছেন ?
- খ) কারা কখনো ক্ষীণ না ?
- গ) সবাইকে কিভাবে আগুয়ান হতে হবে ?
- ঘ) পৃথিবীতে কার পরাজয় হয় না ?
- ঙ) ভারতে কিসের উথান হয়েছিল ?
- চ) কবির কল্পনায় ভারতে আবার কি ফিরে আসবে ?

#### ৩.. সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) ভারতবাসিকে কবি কি-কি আহ্বান করছেন ?
- খ) জগজন কখন বিস্ময় মানিবে ?

#### ৪. শব্দের অর্থ লিখে বাক্য তৈরী করো।

- ক) ভয়      খ) মিলন      গ) জয়      ঘ) জনম

#### ৫. শব্দার্থ লেখো।

বীর, জ্ঞান, মিলন, বিস্ময়, হীন, উদয়, ক্ষীণ, পরাজয়

#### ৬. "ভারতসঙ্গীত" এই কবিতার সারাংশ নিজের ভাষায় লেখো।

#### উপক্রম :

\* অন্য দেশাভ্যোধক কবিতা সংগ্রহ করো।

\* বিদ্যালয়ের পরিপাঠে গায়ন করার জন্য প্রার্থনা গীত সংগ্রহ করো।

চিত্রবর্ণন : দেখো, বোঝো ও বলো ।

১২

## পার্থক্য

ছবি দেখো ও দুইটি ছবির মধ্যের পার্থক্য বলো ।



সেদিন তাহার দিদি দুর্গা চুপি চুপি বলিল—চড়ুইভাতি করবি অপু ? নীলমণি  
রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারে খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া



পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল-দাঁড়িয়ে দ্যাখ, তেঁতুলতলায় মা আসচে কিনা-আমি চাল বের  
করে নিয়ে আসি শিগগির ক'রে—

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো  
ছোটোএকটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল- এই দ্যাখ অপু, কত বড়ো বড়ো মেটে  
আলুর ফল নিয়ে এসেছি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায়  
অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো.....

অপু মহা উৎসাহে শুকনো লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-  
ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না  
হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে-ধূলার ভাত, খাপরার  
আলুভাজা, কাঁটাল-পাতার লুচি ! চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক

শোনা গেল। দুর্গা বলিল, বিনির গলা যেন-নিয়ে আয় তো অপু। একটু পরে অপুর পিছন পিছন দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল-একটু হাসিয়া যেন কতকটা সন্ত্রমের সুরে বলিল-কি হচ্ছে দুর্গা দিদি? দুর্গা বলিল-আয়না বিনি, চড়ুইভাতি কচি, বোস—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্ষির মেয়ে-পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লস্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধে। বিনি দুর্গার ফরমাইসে খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কিনা- এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল-বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখতো-আগুনটা জ্বলচে না ভালো—

বিনি তখনই কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল-এতে হবে দুর্গা দিদি-না আরো আনবো! দুর্গা যখন বলিল-বিনি এসেচে-ও-ও তো এখানে খাবে- আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু- বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল- কি কি তরকারি দুর্গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে-ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মতো রং হচ্ছে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বনভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুনভাজা সন্তুষ্টবপর হইবে! তাহার পর মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে। শুধু ভাত আর বেগুনভাজা। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে-কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে-বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—  
লবণকে রঞ্জনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারে বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষে মেটে আলুর ফল ভাতে ও পানসে আধপোড়া বেগুনভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল।

আজকের আনন্দ! ছেটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ! অপু বলিল-মাকে কি বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল-হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর কোনোদিন বনভোজন করবো-কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙ্গিয়ে রেখে দেবো?

অপু বলিল-হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা ? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে  
যাবে দিদি ।

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল ।

(সংক্ষেপিত)

### অর্থ জেনে নাও

দোর - দরজা, মলিন - ময়লা, শীর্ণ - রোগা, সরু - পাতলা, উজ্জ্বল - আলোকিত,  
তুচ্ছ - অল্প, সম্ম - দ্বিধা, চড়ুইভাতি - বনভোজন, ঘুলঘুলি - ফাটল, ছোবা - হাঁড়ি

### অনুশীলনী

#### ১. শূন্যস্থান পূর্ণ করো ।

- ক) দাঁড়িয়ে দ্যাখ, তেঁতুলতলায় ..... আসচে কিনা ।
- খ) পুঁটিদের.....একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে ।
- গ) .....মহা উৎসাহে শুকনো লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে ।
- ঘ) মেয়েটি ওপাড়ার.....চক্রতির মেয়ে ।

#### ২. এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

- ক) দুর্গার ভাইয়ের নাম কি ছিল ?
- খ) দুর্গা কোন পাত্রে ভাত চড়িয়েছিল ?
- গ) বিনির পরনে কি ছিল ?
- ঘ) দুর্গা রঞ্জনে কি দিতে ভুলে গিয়েছিল ?
- ঙ) কে-কে বনভোজন করেছিল ?
- চ) কোথায় বনভোজন করেছিল ?

#### ৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

- ক) অপুর খেলার বনভোজনের বর্ণনা কর ।
- খ) কি-কি দিয়ে বনভোজন করেছিল ?
- গ) অপু ও বিনি বনভোজনে কিভাবে সাহায্য করেছিল ?
- ঘ) বিনির গঠন ও সাজ সজ্জার বর্ণনা দাও ।

## ৪. কে কাকে বলেছে লেখো ।

- ক) “চড়ুইভাতি করবি অপু ?”  
 খ) “কি হচ্ছে দুর্গা দিদি ?”  
 গ) “আগুনটা জ্বলচে না ভালো।”  
 ঘ) “আবার ও-বেলা ভাত খাবি ?”

## ৫. বাক্য রচনা করো ।

- ক) বনভোজন \_\_\_\_\_ খ) ফল \_\_\_\_\_  
 গ) শাড়ি \_\_\_\_\_ ঘ) লবণ \_\_\_\_\_

## ৬. বিপরীত শব্দ লেখো ।

- ক) বড়ো ✗ খ) বিশ্বাস ✗ গ) পিছনে ✗ ঘ) লাভ ✗

**এসো বুঝো নেই**

**কাল**

ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কেই কাল বলে ।

- যেমন : ১) আমি বই পড়ি । এখানে 'পড়ার' কাজটি এখন সম্পন্ন হচ্ছে ।  
 ২) আমি বই পড়বো । এখানে 'পড়ার' কাজটি সম্পন্ন হবে ।  
 ৩) আমি বই পড়েছি । এখানে 'পড়ার' কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।

প্রধানতঃ 'কাল' তিনি প্রকার

**১) বর্তমান কাল**

- ১) আমি ছবি আঁকি ।  
 ২) দুর্গা তেলুকু দিয়া বেগুন ভাজে ।  
 ৩) রাম বিদ্যালয়ে যায় ।  
 উপরের বাক্যের ক্রিয়াগুলি  
 বর্তমানে সম্পন্ন হচ্ছে অতএব এই  
 বাক্যগুলির কাল বর্তমান কাল।

**২) অতীত কাল**

- ১) আমি ছবি এঁকেছি।  
 ২) অপু ও দুর্গা বনভোজন করেছিল।  
 ৩) অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না।  
 উপরের বাক্যের ক্রিয়াগুলি  
 অতীতে সম্পন্ন হয়ে গেছে অতএব  
 এই বাক্যগুলির কাল অতীত কাল।

**৩) ভবিষ্যত কাল**

- ১) আমি ছবি আঁকবো।  
 ২) আবার ওবেলা ভাত খাবি ?  
 ৩) চড়ুইভাতি করবি অপু ?  
 উপরের বাক্যের ক্রিয়াগুলি  
 ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে অতএব এই  
 বাক্যগুলির কাল ভবিষ্যত কাল।

**তালিকা পূর্ণ করো ।**

বর্তমান কাল	অতীত কাল	ভবিষ্যত কাল
১) সে মাঠে খেলা করে।	১) -----	১) -----
২) -----	২) মাধুরী ফুল তুলেছিল।	২) -----
৩) -----	৩) -----	৩) তারা বেড়াতে যাবে।

**উপক্রম :** \* শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে বনভোজনের আয়োজন করো ।

\* তোমরা যে বনভোজন করেছ তার বর্ণনা লেখো ও শোনাও ।

আকলন : দেখো পড়ো ও বোঝো

১৪

## সচিন তেন্দুলকর



জন্ম পরিচয় : ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩

প্রথম টেস্ট ম্যাচ ১৫ নভেম্বর ১৯৮৯  
প্রথম একদিবসীয় ম্যাচ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯



একদিবসীয়  
শতক ৪৯

একদিবসীয়  
অর্ধশতক ৯৬

টেস্ট ম্যাচের  
শতক ৫১

টেস্ট  
ম্যাচের রান  
১৫,৯২১



অন্তিম টেস্ট ম্যাচ ১৪ নভেম্বর  
২০১৩

অন্তিম একদিবসীয় ম্যাচ ১৮ মার্চ  
২০১২

একদিবসীয়  
ম্যাচের রান  
১৮,৪২৬

সচিন তেন্দুলকরকে 'ভারতরত্ন' এই সর্বোচ্চ  
নাগরিক পুরস্কারে সম্মানিত। সবচেয়ে কম বয়সে  
'ভারতরত্ন' পুরস্কারে সম্মানিত।



### আন্তর্জাতিক বিক্রম

- একদিবসীয় ম্যাচে প্রথম ক্রিকেট খেলোয়াড় যিনি দ্বিশতক করেছেন।
- টেস্ট ও একদিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচে  
সর্বাধিক ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একশ বার  
শতক করা একমাত্র ক্রিকেটার।
- টেস্ট ম্যাচে ৫০ এরও বেশীবার  
শতরান অর্জন করা একমাত্র খেলোয়াড়।

- টেস্ট ম্যাচে ১৫ হাজার রান করা প্রথম  
খেলোয়াড়।

আজ অবধি সর্বাধিক বিশ্ব বিক্রম তৈরি করা প্রথম ক্রিকেট  
খেলোয়াড়।

### কতিপয় সম্মান

- অর্জুন পুরস্কার
- রাজীব গাংগী  
খেলরত্ন
- পুরস্কার
- পদ্মশ্রী পুরস্কার  
মহারাষ্ট্রভূষণ
- পদ্মবিভূষণ
- ভারতরত্ন



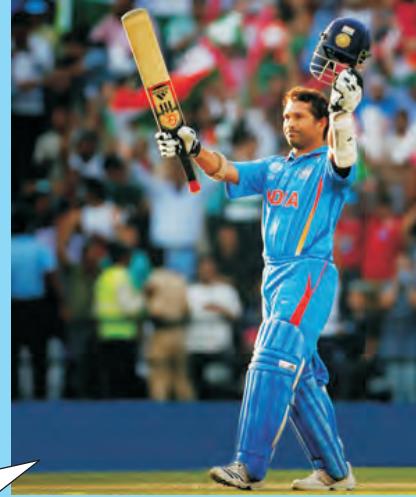
খবরের কাগজের কট-আউট, চিত্র, ছবি, লেখনী, প্রত্তির কলাত্মক প্রস্তুতিকে কোলাজ বলে।  
তুমিও যে কোনো একটি বিষয় এবং সংকলন নিয়ে একটি কোলাজ তৈরি করতে পারো।

## আমার প্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড়



বিদ্যায় সমারোহের ভাষণ :

ক্রিকেট খেলা হইতে নির্বাচিত  
হওয়ার ভাষণে সচিন তাহার সর্বাধিক  
সাহায্যকারী, অর্থাৎ তাঁহার মাতা-পিতা,  
আঞ্চলিক, বন্ধু,  
গুরুজন, ডাক্তার, প্রশিক্ষক, ব্যবসাপক, প্রচার-  
প্রসার মাধ্যম ও সাহায্যকারী সবার  
কৃতজ্ঞতা স্মীকার করেন।



১৯৯৯ এর বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ম্যাচ  
চলাকালিন সচিনের পিতা প্রা. রমেশ  
তেন্দুলকর মারা যান। সচিন কিছু সময়ের জন্য  
ইংল্যান্ড হইতে বাড়ি আসিয়া পুনরায় খেলার  
জন্য চলে যান। কেনিয়ার বিরুদ্ধে নট আউট  
শতক করেছেন (১০১ বলে ১৪০ রান)। এই  
শতকটি তিনি তাঁহার পিতাকে সমর্পিত  
করেন।



রমাকান্ত আচরেকর স্যারের সমন্বে সচিন  
কি বলল :

গত ২৯ বৎসরের মধ্যে স্যার আমাকে  
কখনও 'ভালো খেলেছো' একথা বলেন  
নাই, কারণ আমি যদি বেশি গর্বিত হই এবং  
কঠোর পরিশ্রম করা বন্ধ করে দেই এইরকম  
তিনি ভাবতেন। এখন আমার খেলার ঘষ,  
কিংতু দেখিয়া বলেন, উত্তম কারণ এর পর  
আমি আর কখনও ক্রিকেট খেলব না।  
আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে থাকব এবং  
ইহা আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকবে। স্যার  
আমার জীবনে আপনার যোগদান খুব  
মহত্বপূর্ণ এবং সেই জন্য আপনাকে অশেষ  
ধন্যবাদ।



সচিনের একজন প্রশংসক নিজের 'প্রিয় ক্রিকেটার' এর জীবনী ও কর্মজীবন সমন্বে একটি  
কোলাজ তৈরি করেছে। তুমিও তোমার কোনো প্রিয় খেলোয়াড় কিংবা অন্য ব্যক্তির সমন্বে কোলাজ  
তৈরি করতে পারো।

## অভ্যাস - ১

১) বলো দেখি-

ক) তোমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম : \_\_\_\_\_

খ) গ্রামের জনসংখ্যা : \_\_\_\_\_

গ) তোমাদের গ্রামের সরপঞ্চের নাম : \_\_\_\_\_

২) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এই ইংরেজি শব্দগুলিকে বাংলায় কী বলে ? তা লেখো।

ক) চেয়ার

খ) কাপ-প্লেট

গ) মোবাইল

ঘ) টিভি

৩) নিজের ভাষায় ‘প্রকৃতি আমাদের বন্ধু’ এ বিষয়ে ৮ থেকে ১০ লাইন রচনা লেখো।

৪) কোনটি কি জাতীয় শব্দ, শব্দবুড়ি থেকে বেছে নিয়ে আলাদা করে লেখো ।

বিশেষ	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া



৫) তোমার পড়া অথবা শোনা একটি গল্প নিজের ভাষায় লেখো ।

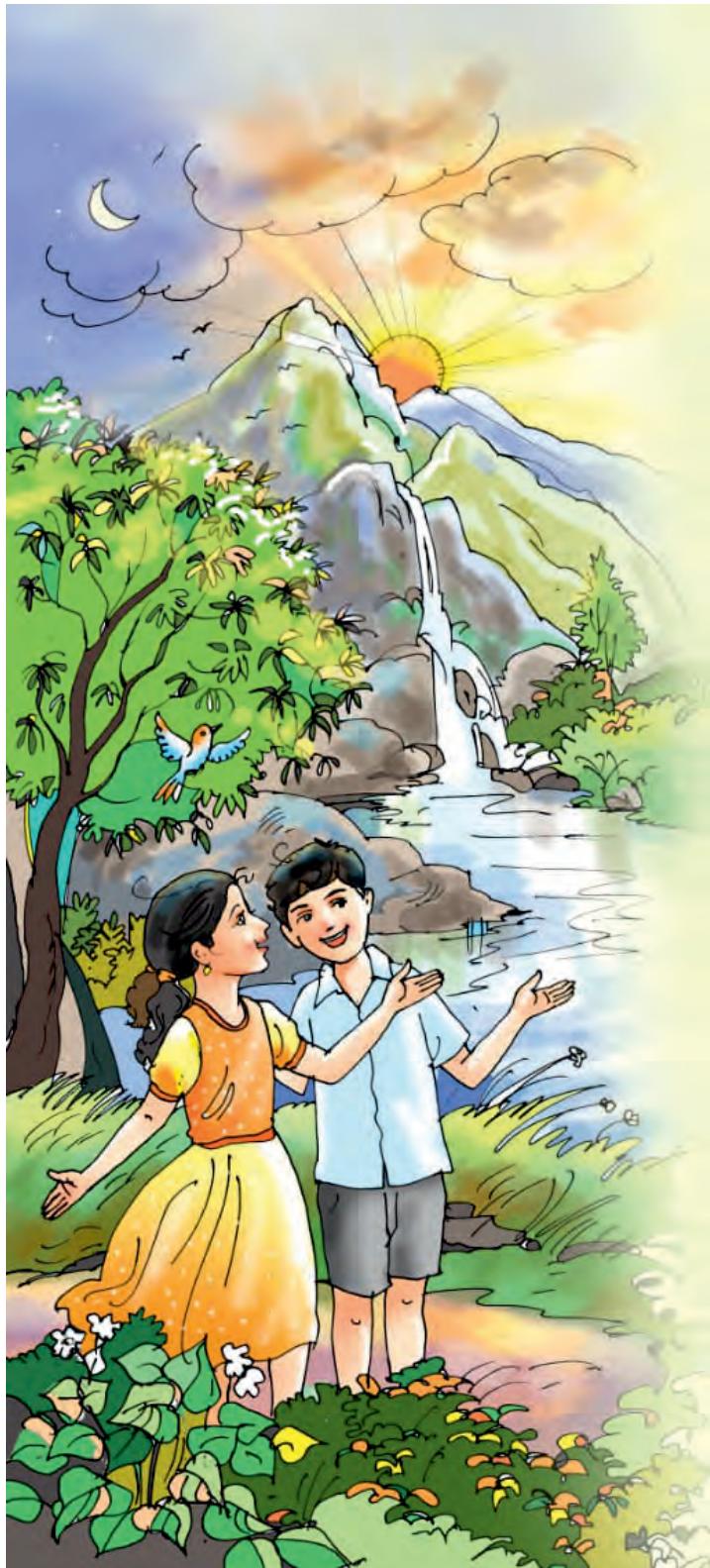
৬) বাঁদিকের শব্দের সঙ্গে মিল আছে এমন ডানদিকের শব্দ খোঁজো ।

হাতি
চাল
গ্রাম
চাঁদ
পাতা

পল্লী
জ্যোৎস্না
শুঁড়
গাছ
ধান

গ্রীষ্মকাল
গাছ
নদী
আম
মেঘ

কাঠ
মাছ
গরম
বৃষ্টি
আচার



আকাশ আমায় শিক্ষা দিল  
উদার হতে ভাই রে,  
কর্মী হবার মন্ত্র আমি  
বায়ুর কাছে পাই রে।  
পাহাড় শিখায় তাহার সমান-  
হই যেন ভাই মৌন-মহান,  
খোলা মাঠের উপদেশে-  
দিল-খোলা হই তাই রে।  
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়  
আপন তেজে জ্বলতে,  
চাঁদ শিখাল হাসতে মোরে,  
মধুর কথা বলতে।  
ইঙিতে তার শিখায় সাগর-  
অন্তর হোক রত্ন-আকর;  
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম  
আপন বেগে চলতে।  
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,  
সবার আমি ছাত্র,  
নানান ভাবে নতুন জিনিস  
শিখছি দিবারাত্রি।

(সংক্ষেপিত)

କର୍ମୀ - କାଜେ ଦକ୍ଷ, ସହିସ୍ରୁତା - ଧୈର୍ୟ, ଉଦାର - ଦୟାଲୁ, ମନ୍ତ୍ରଗା - ପରାମର୍ଶ,  
ଇଞ୍ଜିତ - ଇଶାରା, ମୌନ - ନୀରବ, ରତ୍ନ-ଆକର - ରତ୍ନେର ଖଣି, ପାଷାଣ - ପାଥର

### ଅନୁଶୀଳନୀ

#### ୧. କବିତାର ଲାଇନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

- କ) ଆକାଶ ଆମାୟ.....ଦିଲ ।
- ଖ).....ଆମାୟ ମନ୍ତ୍ରଗା ଦେଯ ।
- ଗ) ନଦୀର କାଛେ .....ପେଲାମ ।
- ଘ) ବିଶ୍ଵଜୋଡ଼ା .....ମୋର ।

#### ୨. ଏକ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

- କ) ଆକାଶ କବିକେ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଲ ?
- ଖ) କେ କବିକେ ମଧୁର କଥା ବଲତେ ଶେଖାଲ ?
- ଗ) କବି ନଦୀର କାଛ ଥେକେ କି ଶିକ୍ଷା ପେଲେନ ?
- ଘ) ସୂର୍ୟ କି ମନ୍ତ୍ରଗା ଦେଯ ?
- ଓ) ପାହାଡ଼ ଓ ମାଠ ଥେକେ କବି କି ଶିକ୍ଷା ପେଲ ?

#### ୩. ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) 'ବିଶ୍ଵଜୋଡ଼ା ପାଠଶାଳା' ବଲତେ କି ବୋକାନୋ ହେଁବେ ?
- ଖ) ଦିବାରାତ୍ର କି ଶେଖାର କଥା ବଲେବେ ?

#### ୪. ବାକ୍ୟ ରଚନା କରୋ ।

- କ) ଖାତା -      ଖ) ମନ -      ଗ) ହିଜିବିଜି -      ସ) ଭାବନା -

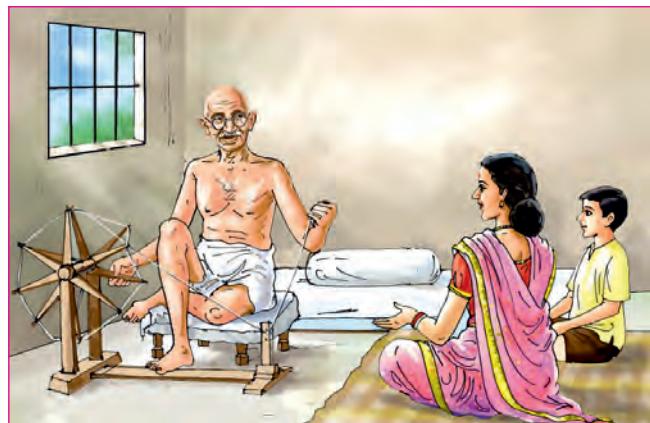
#### ୫. ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖୋ ।

- କ) ପାତାଳ ×      ଖ) ବୋନ ×      ଗ) ପୁରାତନ ×      ସ) ରାତ୍ର ×

**ଉପକ୍ରମ :** ଶିକ୍ଷକ କିଂବା ଅଭିଭାବକେର ସଙ୍ଗେ ତୋମାଦେର ଆଶେ ପାଶେର ଏକଟି ପାହାଡ଼େ ଯାଓ, ନିରାକ୍ଷଣ କରୋ ଓ ତାର ସମସ୍ତେ ଖାତାଯ ଲେଖୋ ।

( সাবরমতী ( গুজরাট ) আশ্রম, বাপু নিজের কুটিরে বসে চরকায় সূতা কাটছেন, লোকজনের আসা-যাওয়া চলছে, এক মহিলা নিজের ছেটো বালককে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করছে )

- মহিলা** : ( এক আশ্রম বাসীকে) ভাই, বাপুর কুটির কোনটা ?
- আশ্রমবাসী** : ( হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে ) বোন, সামনের কুটিরটি বাপুজীর ।
- মহিলা** : ধন্যবাদ ভাই । ( মহিলা সম্মতি জানিয়ে কুটিরে প্রবেশ করলেন )
- মহিলা** : ( মাথা নুইয়ে জোড় হাত করে বাপুকে প্রণাম করে ) প্রণাম বাপু ।
- গান্ধিজী** : প্রণাম বোন ! বসো ।
- মহিলা** : বাপু আপনার কাছে  
( সংকোচিত হয়ে ) ... ।
- গান্ধিজী** : ( মৃদু হেসে আস্বস্ত করে )  
বোন ! সংকোচ করো না ।  
বলো আমি তোমার জন্য  
কি করতে পারি ?
- মহিলা** : বাপু এ আমার ছেটো ছেলে ।
- গান্ধিজী** : খুব সুন্দর বালক ।
- মহিলা** : সুন্দর ! কিন্তু খুব জেদী ।
- গান্ধিজী** : ( হেসে ) ছেটো বেলায় সব বাচ্চারাই জেদী হয় বোন । আমিও তো বোন .
- মহিলা** : ( আশ্চর্যচকিত হয়ে ) হে ভগবান ! আপনিও জেদী ছিলেন । তাহলে আমি  
যাই । আমি যে কাজের জন্য এসেছিলাম, তার নিদান আপনি করতে  
পারবেন না ।  
( বাপু জোরে হেসে উঠলেন বাপুর বন্ধ মুখ পুরো খুলে গেল । ছেলেটি বাপুর  
আকর্ণবিস্তৃত হাসিমুখ দেখে খিল-খিলিয়ে হেসে উঠল । )
- বালক** : ( বালকটি বাপুর মুখের দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে ) মা দেখো দেখো  
বাপুর হাসিমুখ ।
- মহিলা** : ( ছেলেকে বকতে-বকতে ) চুপ কর ! ( গান্ধিজী, মহিলা এবং ছেলেটি খুব  
হাসতে লাগল । কয়েকজন আশ্রমবাসীও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল । )
- গান্ধিজী** : ( শান্ত হয়ে ) বাচ্চা অনেক-অনেক ধন্যবাদ । দেখো এই অবোধ বালকের  
জন্য আমি অনেক দিনের পর মন খুলে হাসছি । আচ্ছা বোন বলো এই  
বালকের কি সমস্যা ?



- মহিলা** : বাপু, এ অনেক গুড় খায় । এমন কি চুরি করে চুপি-চুপি খেয়ে নেয় ।  
আপনি একে গুড় খেতে বারণ করে দিলে হয়ত এ গুড় খাওয়া ছেড়ে  
দেবে । ( গান্ধিজী চরখা চালানো বন্ধ করে দেন । কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে  
শান্ত হয়ে বসে থাকেন । )
- গান্ধিজী** : বোন ! তোমার কষ্ট হবে কিন্তু তুমি এক সপ্তাহ পরে এই বালককে নিয়ে  
এসো ।
- মহিলা** : ঠিক আছে বাপু । ( মহিলা গান্ধিজীকে প্রণাম করে চলে যায়, মহিলা  
দ্বিতীয় সপ্তাহে আসে । গান্ধিজী আবার ওনাকে সামনের সপ্তাহে আসতে  
বললেন । এরপ চার সপ্তাহ পেরিয়ে গেল । মহিলা চারসপ্তাহ পরে এসে  
গান্ধিজীকে প্রণাম করে বসে পড়ে । )
- মহিলা** : বাপু ! আমাকে কি আবার সামনের সপ্তাহে আসতে হবে ?
- গান্ধিজী** : না বোন, শান্ত হয়ে বসো । ( বাপু বালককে নিজের পাশে বসিয়ে তার মাথায়  
হাত বোলাতে- বোলাতে ) দেখো তুমি খুব ভালো, সুন্দরও বটে । তাই নয় ?
- বালক** : ( মাথা হেলিয়ে স্বীকৃতি দেয় । )
- গান্ধিজী** : শাবাশ ! এই না হলে হয় ? ভালো ছেলে আমার একটা কথা শুনবে ?  
( বালক আবার হাঁ সূচক মাথা দোলায় )
- গান্ধিজী** : তবে শোনো বালক, গুড় খাওয়া ভালো কথা, কিন্তু বেশী গুড় খাওয়া  
একদম ঠিক নয় । বেশী গুড় খেলে দাঁতে পোকা হয়, দাঁত খারাপ হয়ে  
যায় এবং পড়ে যায় আমার দেখছ না । ( গান্ধিজী নিজে হা করে দেখায় )  
আমার দাঁতও বেশী গুড় খাওয়ার ফলে খারাপ হয়ে পড়ে গেছে ।  
( বালক বুঝতে পারে যে বেশী গুড় খাওয়া ঠিক নয় । )
- গান্ধিজী** : বোন এখন তুমি যাও । কিছুদিনের মধ্যেই বালক গুড় খাওয়া ছেড়ে  
দেবে ।
- মহিলা** : ( রাগান্বিত হয়ে ) বাপু ! এইটুকু বলার ছিল তো আপনি প্রথম বারে বলে  
দিতে পারতেন । শুধু-শুধু আমাকে চার সপ্তাহ ঘুরিয়েছেন ।  
( এর পর বাপু ওই মহিলাকে উত্তর দিলেন )
- গান্ধিজী** : দেখো বোন, চার সপ্তাহ আগে আমিও খুব গুড় খেতাম । আমি যে আচরণ  
স্বয়ং করি না, তা অপরকে উপদেশ দিই না । আমি যা করি তাই অপরকে  
বলি । এরকম শিক্ষা এবং ব্যবহার খুব প্রভাবশালী হয় । ( এভাবেই ওই মহিলা  
সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন । বাপুও নিজে গুড় খাওয়া কম করে দিলেন । )

কুটির - কুঁড়েঘর,    সংকোচ - কুণ্ঠা,    নিদান - উপচার,    জেদী - দৃঢ় মনোভাব  
 স্বীকৃতি - স্বীকার,    বারণ - নিষেধ,    রাগান্বিত - ক্রুদ্ধ,    আচরণ - ব্যবহার

### অনুশীলনী

#### ১. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- ক) মাথা নুইয়ে জোড়হাত করে বাপুকে ----- করে ।
- খ) বাপু এ আমার ছোট ----- ।
- গ) ----- এই না হলে হয় ।
- ঘ) বেশী ----- খাওয়া একদম ঠিক নয় ।

#### ২. এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) বাপু নিজের কুটিরে বসে কি করছিলেন ?
- খ) মহিলা বাপুর কাছে কাকে নিয়ে এসেছিলেন ?
- গ) মহিলা বাপুর কাছে কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন ?
- ঘ) বাপু বালককে নিয়ে কতদিন পরে আসতে বলেছিলেন ?

#### ৩. কে কাকে বলেছে লেখো।

- ক) “বোন, সামনের কুটিরটি বাপুজীর।”
- খ) “খুব সুন্দর বালক।”
- গ) “শাবাশ ! এই না হলে হয় ?”
- ঘ) “এইটুকু বলার ছিল তো আপনি প্রথমবারে বলে দিতে পারতেন।”

#### ৪. বাক্য রচনা করো।

- ক) শাবাশ = -----
- খ) কুটির = -----
- গ) গুড় = -----
- ঘ) জোড়হাত = -----

**উপক্রম :** গান্ধীজীর বাল্যকালের প্রসঙ্গ সংগ্রহ করো ও তোমার বন্ধুকে পড়ে শোনাও।

দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। ‘মেঘনাদ’ বধ অভিনীত হবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখেছি, কিন্তু থিয়েটার



বেশী চোখে দেখি নি ! স্টেজ-বাঁধা সাহায্য করতে পেরে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরতে বলেছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করেছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁদা দিয়ে গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারতে গিয়ে লাঠির খোঁচা খাবে- আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বেঁচে যাব। হয়ত' বা আমাকে দেখলে এক-আধবার ভেতরে যেতেও দেবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য ! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করলাম, সন্ধ্যার পর আর তার কোন পুরক্ষারই পেলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্ধিকটে দাঁড়িয়ে রইলাম, রাম কতবার এলেন- গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনতেও পারলেন না, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না, আমি অমন করে দাঁড়িয়ে কেন ? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়িধরার প্রয়োজনও কি তাঁর একেবারেই শেষ হয়ে গেছে ?

রাত দশটার পর থিয়েটারের পয়লা বেল হয়ে গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সুমুখে এসে একটা জায়গা দখল করে বসলাম। অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ- অভিমান সব ভুলে গেলাম। সে কি প্লে ! জীবনে অনেক প্লে দেখেছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাও ! তাঁর 'ছ' হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলতো মরলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নেই।

অনেক দিনের কথা আমার সমস্ত ঘটনা মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাই, ভীম সেজে মস্ত একটা সজনের ডাল ঘাড়ে করে দাঁত কিড়মিড় করেও তেমনটি করতে পারতেন না।

ড্রপ সিন উঠেছে। বোধ করি তিনি বা লক্ষ্মণই হবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা থেকে একেবারে লাফ দিয়ে সুমুখে এসে পড়ল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করে কেঁপে দুলে উঠল—ফুট লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টে নিবে গেল- এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করে ছিড়ে গেল। একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল ! তাঁকে বসে পড়বার জন্য কেউ বা চীৎকারে অনুনয় করতে লাগল, কেউ বা সিন ফেলে দেবার জন্য চেঁচাতে লাগল। কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ ! কারও কোন কথায় বিচলিত হলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে, পেন্টুলুনের মুট চেপে ডান হাতের শুধু তীর দিয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন। ধন্য বীর ! ধন্য বীরত্ব ! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখেছে মানি। কিন্তু ধনুক নেই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়েই ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখেছে ! অবশ্যে তাতেই জিত ! বিপক্ষকে সে- যাত্রা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল।

আনন্দের সীমা নেই—মগ্ন হয়ে থিয়েটার দেখছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁর শতকোটি প্রশংসা করছি, এমন সময়ে পিঠের উপর আঙুলের চাপ পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখি ইন্দ্র। সে চুপিচুপি বললে- “আয় শ্রীকান্ত- দিদি একবার তোকে ডাকচেন।” তড়িৎস্পষ্টের মত সোজা খাড়া হয়ে উঠলাম। বললাম- “কোথায় তিনি ?” “বেরিয়ে আয় না—বলচি।”- পথে এসে সে শুধু বলল- “আমার সঙ্গে আয়।” তারপর চলতে লাগল। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে দেখলাম তার নৌকা বাঁধা আছে। নিঃশব্দে উভয়ে চড়ে বসলাম। ইন্দ্র বাঁধন খুলে দিল।

### [ অর্থ জেনে নাও ]

অকৃতজ্ঞ - যে উপকার মনে রাখে না,	অভিনীত - যাহা অভিনয় করা হইয়াছে,
পেন্টুলুন - পাজামা বিশেষ,      সভয় - ভীত অবস্থায়,      গ্রীনরুম - সাজবার কামরা	

## ୧. ଏକ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

- କ) ସଥେର ଥିଯୋଟାରେ ସ୍ଟେଜ କୋଥାଯ ବାଁଧା ହେଲିଲ ?
- ଖ) ଶ୍ରୀକାନ୍ତେର ପିଠେର ଉପର କାର ଆଙ୍ଗୁଲେର ଚାପ ପଡ଼ିଲ ?
- ଗ) ଥିଯୋଟାରେ ଅଭିନୀତ ପର୍ବଟି କି ?
- ଘ) ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୋଥାଯ ଦାଁଡିଯେ ରହିଲ ?

## ୨. ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) “ତାଁର ‘ଛ’ ହାତ ଉଁଚୁ ଦେହ”- କାର ‘ଛ’ ହାତ ଉଁଚୁ ଦେହ ? ତାର ପେଟେର ସେରଟା କତ ହାତ ?
- ଖ) “ସମସ୍ତ ସ୍ଟେଜଟା ମଡ଼ମଡ଼ କରେ କେପେଦୁଲେ ଉଠିଲ”- କେନ ? ତାହାର ପର ଆର କି-କି ଘଟନା ଘଟିଲ ?
- ଗ) ଜରିର କୋମରବନ୍ଧଟା ଛିଁଡ଼େ ଯେଉ୍ୟାର ପର ମେଘନାଦ କି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲ ?
- ଘ) ଥିଯୋଟାର ଦେଖିତେ ଗିଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜେକେ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରେଲିଲ କେନ ?

## ୩. ବାକ୍ୟ ରଚନା କରୋ ।

- କ) କୃତାର୍ଥ -      ଖ) ଅନୁକୂଳ -      ଗ) ନିଃଶବ୍ଦ -      ସ) ବିକ୍ରମ -

**ଏମୋ ବୁଝେ ନେଇ**

- ୧) ଯେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରେ - ଡାକ୍ତାର
- ୨) ଯାରା ଦେଶକେ ରକ୍ଷା କରେ - ସୈନିକ
- ୩) ଯେ ମାଟିର ପାତ୍ର ତୈରି କରେ - କୁମୋର

ଉପରେର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଶବ୍ଦେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଟି ଶବ୍ଦେର ବ୍ୟବହାର କରା ହେବେ, ଇହାକେ ଏକ କଥାଯ ପ୍ରକାଶ ବଲା ହୁଏ ।

ଦେଉୟା ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଏକକଥାଯ କି ହବେ ତା ପାଶେର ତାଲିକା ଥେବେ ଖୋଜି କରେ ଲେଖୋ ।

**ସଂକେତ :**

ସଥା- ଯା ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ।

- ୧) ଯାରା ଜଲେ ଚରେ      ୨) ଯିନି ଶିକ୍ଷକତା କରେନ
- ୩) ଯେ ମରେ ନା      ୪) ଯେ ଦାନ କରେ
- ୫) ଗରୁ ରାଖାର ଜାୟଗା      ୬) ଗୃହେ ଥାକେ ଯେ

କୁ	ଗୋ	ଦୈ	ଗୃ	ହ	ସ୍ତ୍ରୀ
ପି	ଯା	ପ	ନି	ଦା	ତା
ଜ	ଲ	ଚ	ର	କ	ବା
ଲ	ହ	ମ	କ୍ଷ	ଗା	ନା
ଜ	ଅ	ଶି	ନ୍ତ	ଶି	ଲ



মধুর চেয়ে আছে মধুর  
সে এই আমার দেশের মাটি  
আমার দেশের পথের ধূলা  
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।

চন্দনেরি গন্ধভরা,  
শীতল করা, ক্লান্তি-হরা  
যেখানে তার অঙ্গ রাখি  
সেখানটিতেই শীতল পাটি।

শিয়রে তার সূর্য এসে  
সোনার কাঠি ছেঁয়ায় হেসে,  
নিদ-মহলে জ্যোৎস্না নিতি  
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।

নাগের বাঘের পাহারাতে  
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,  
পাহাড় তারে আড়াল করে  
সাগর সে তার ধোঁয়ায় পাটি।

নারিকেলের গোপন কোষে  
অন্ন-পানী' যোগায় গো সে,  
কোল ভরা তার কনক ধানে  
আটটি শীষে বাঁধা আঁটি।

মধুর চেয়ে আছে মধুর  
সে এই আমার দেশের মাটি।

### অর্থ জেনে নাও

খাঁটি - আসল, শীতল - ঠাণ্ডা, অঙ্গ - দেহ, নিদ - নিদ্রা নিতি - নিত্য,  
শীষ - ধান্যাদির শীর্ষ, শিয়রে - মাথার কাছে, পাটি - মাদুর, গন্ধ- ঘ্রাণ,

১. শূন্যস্থান পূর্ণ করো ।

- ক) আমার ..... পথের ধুলা ।
- খ) চন্দনেরি .....
- গ) ..... তারে আড়াল করে ।
- ঘ) নারিকেলের গোপন .....

২. এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

- ক) কোন দেশের পথের ধুলা সোনার চেয়ে খাঁটি ?
- খ) পায়ে কি বুলায় ?
- গ) কার পাহারাতে বদল হচ্ছে ?
- ঘ) কয়টি শীষে আঁটি বাঁধা ?

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

- ক) কবিতায় দেশের মাটির বর্ণনা কর ।
- খ) শীতল পাটি বলতে কি বোঝায় ?

৪. বাক্য রচনা করো ।

- ক) দেশ -
- খ) শীতল -
- গ) পাহাড় -
- ঘ) সাগর -

৫. বিপরীত শব্দ লেখো ।

- |         |                                     |           |                                     |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ক) দেশ  | <input checked="" type="checkbox"/> | গ) ছেঁয়া | <input checked="" type="checkbox"/> |
| খ) শীতল | <input checked="" type="checkbox"/> | ঘ) গন্ধ   | <input checked="" type="checkbox"/> |

৬. কৃতি : বছরের কোন সময় কোন খেলা খেলতে তুমি ভালোবাসো সেই অনুযায়ী ছক্তি পূর্ণ করো ।

ক্ষতি	খেলা
বর্ষার সময়	
শীতের সময়	
বসন্তের সময়	
গ্রীষ্মের সময়	

উপক্রম : ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও রাজধানীর তালিকা তৈরী করো ।

কৃতি : দেখো বোৰো ও তৈরী কৰো

১৯

## সরবত

সাহিত্য : লেবু, চিনি, লবণ, জল, চামচ, প্লাস, ঘটি ইত্যাদি।



একটা খালি প্লাস, এক ঘটি জল, লেবু, চিনি, লবণ, চামচ নাও।



খালি প্লাসে লেবুর থেকে রস নাও।



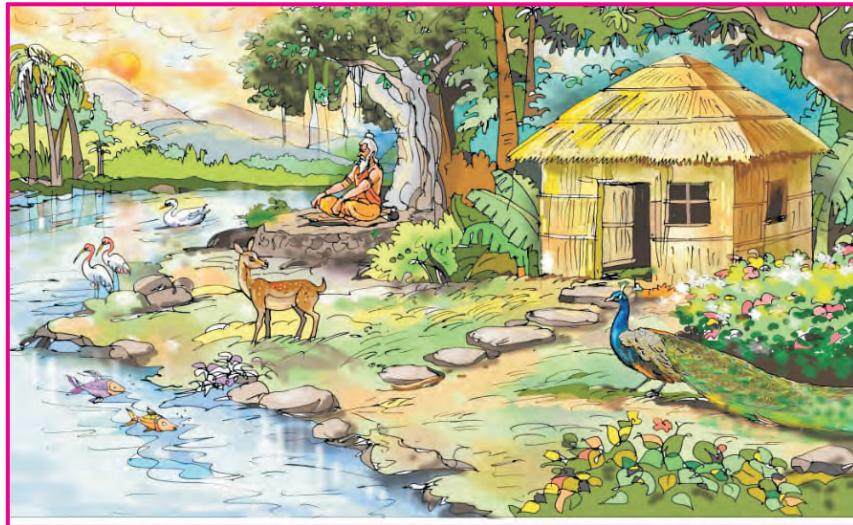
দুই চামচ চিনি এবং আধা চামচ লবণ নাও।

এবার এক প্লাস সরবত তৈরী হলো।



প্লাসে জল নিয়ে চামচ দিয়ে মেলাও।

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোটো নদী মালিনী। মালিনীর জল, বড়ো স্থির-আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙ্গা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতক গুলি কুটিরের ছায়া। নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো পাথী, কত টীয়া পাথীর ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত। বর্ষায় ময়ূর নাচত।



এই বনে তিনি হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় মহৰ্ষি কঞ্চদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কথি আর মা-গৌতমী ছিলেন। তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাচ্চুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতকগুলি ঋষিকুমার। তারা কঞ্চদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথি সেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঙ্গলি দিত। আর কী করত? বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই, ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাচ্চুর চরে বেড়াত, বনের ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেগু বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল, আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর, আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ-কথা, তাত কঢ়ের মুখে মধুর সামবেদ গান। সকলি ছিল, ছিল না কেবল আঁধার ঘরের মাণিক ছোটো মেয়ে শকুন্তলা। একদিন নিশ্চিত রাতে অন্ধরা

মেনকা তার রূপের ডালি- দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল।

বনের পাখীরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল। বনের পাখীদেরও দয়ামায়া আছে। কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হলো। খুব ভোর বেলায় তপোবনের যত ঝুঁঝিকুমার বনে বনে ফল-ফুল কুড়াতে গিয়েছিল, তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, জংলী ফলের বনে জংলী ফল কুড়িয়ে নিলে, তার পরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখীদের মাঝে ফুলের মত সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে



কুড়িয়ে পেল। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কঢ়ের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখী, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধল। শকুন্তলা সেই তপো-বনে এসে বটের

ছায়ায় পাতার কুটিরে মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তার পর শকুন্তলার যখন বয়স হলো তখন তাত কগ্ন পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন। শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করল, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল, তাত কগ্ন তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঝুঁঝিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো, গোয়ালের গাই-বাচ্চুর সেও তার আপনার, এমন কি—বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়ই আপনার দুই প্রিয় সখী অনসুয়া, প্রিয়ংবদা, আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু, বড়ই ছোটো, বড়ই চঞ্চল।

তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ-ঘরের কাজ-অতিথি সেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকা লতায় বিয়ে দেবার কাজ। শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন শকুন্তলার বর আসবে। এ ছাড়া আর কি কাজ ছিল? —হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতা বিতানে গুন-গুন গল্ল করা, নয়তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো, আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

ନିବିଡ଼ - ସନ	ଖାଲ - ନାଲା	କୁଟିର - କୁଡ଼େଘର	ବାକଳ - ଗାଛେର ଛାଲ
ତର୍ପଣ - ସାଧନା	ଆଁଧାର - ଅନ୍ଧକାର	ଅତିଥି - ମେହମାନ	ଭର - ଭୋମର

## ଅନୁଶୀଳନୀ

### ୧. ଏକ ବାକ୍ୟେ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

- କ) ମହାର୍ଷି କଞ୍ଚଦେବେର ଆଶ୍ରମ କୋଥାଯା ଛିଲ ?
- ଖ) ଶକୁନ୍ତଳାର ଦୁଇ ସଥୀର ନାମ କି ?
- ଗ) ଝଷି କୁମାର ଶକୁନ୍ତଳାକେ କୋଥାଯା ଖୁଁଜେ ପେଯେଛିଲ ?
- ଘ) ମାଲିନୀର ଜଳ କେମନ ଛିଲ ?

### ୨. ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

- କ) ଆଶ୍ରମେ ଝଷି କୁମାରଦେର କି କାଜ ଛିଲ ?
- ଖ) ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ତାର ଦୁଇ ସଥୀର କି କି କାଜ ଛିଲ ?
- ଘ) ମହାର୍ଷି କଞ୍ଚଦେବେର ଆଶ୍ରମେ କେ କେ ଥାକତ ?

### ୩. ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଲିଖେ ବାକ୍ୟ ତୈରି କରୋ ।

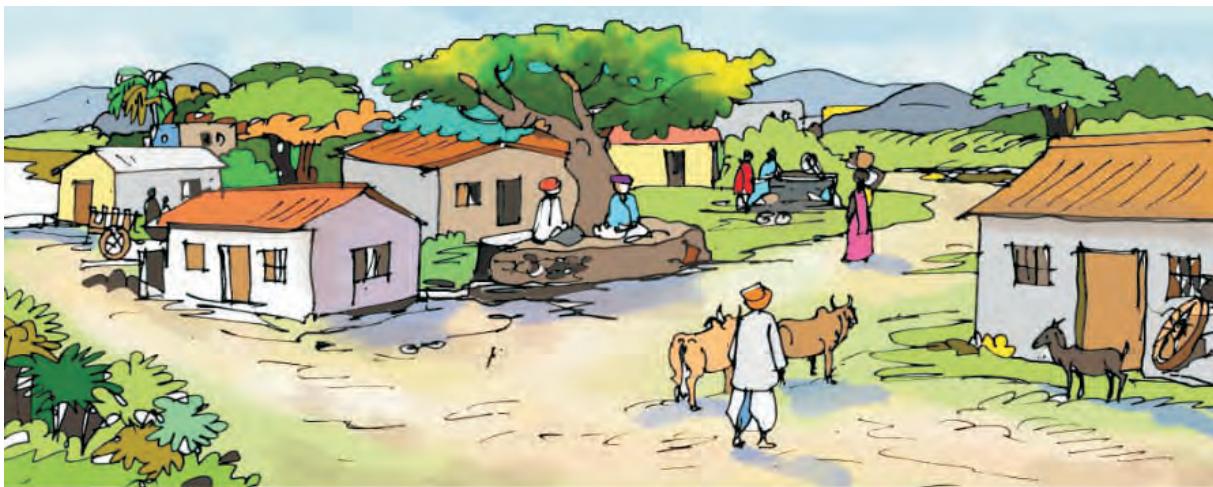
- |             |         |          |         |
|-------------|---------|----------|---------|
| କ) ପ୍ରକାଣ୍ଡ | - ----- | ଖ) ସ୍ତିର | - ----- |
| ଗ) ଶିଶୁ     | - ----- | ଘ) ଚଥ୍ରଳ | - ----- |

### ୪. ନିଚେ ଦେଓଯା ବନ୍ଧନୀ ଥିକେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟି କେଟେ ଦାଓ ।

- କ) ଏକ ନିବିଡ଼ ( ପକ୍ଷୀ / ଅରଣ୍ୟ ) ଛିଲ ।
- ଖ) ମାଲିନୀର ଜଳ ବଡ ( ଅନ୍ତିର / ସ୍ତିର ) ।
- ଗ) ତାଦେର ଘର ଗଡ଼ବାର ( ବାଲି / ମାଟି ) ଛିଲ ।
- ଘ) ଶକୁନ୍ତଳାର ନିଜେର ମା-ବାପ ତାକେ ( ଆପନ / ପର ) କରଲ ।

### ୫. ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୋ ।

- |          |                      |        |                      |         |                      |         |                      |
|----------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| କ) ପୁତ୍ର | <input type="text"/> | ଖ) ବୋନ | <input type="text"/> | ଗ) ମୟୂର | <input type="text"/> | ଘ) ମାତା | <input type="text"/> |
|----------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|



মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নে রে ভাই ;  
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের  
তার বেশী আর সাধ্য নাই ।  
এ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের  
অপার মেহ দেখতে পাই ;  
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ  
পরের দোরে ভিক্ষা চাই ।  
এ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের  
স্বার প্রচুর অন্ন নাই ;  
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,  
কিনে কল্পি ঘর বোঝাই ।  
আয়রে আমরা মায়ের নামে  
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;  
পরের জিনিষ কিনবো না, যদি  
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই ।



দীন - দরিদ্র, কল্পি - করলি প্রতিভা - পণ, অন্ন - ভাত দোরে - দরজায়  
 প্রচুর - অনেক, পাষাণ = পাথর সাধ্য - ক্ষমতা মেহ - ভালোবাসা,

### অনুশীলনী

#### ১. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- ক) \_\_\_\_\_ দেওয়া মোটা কাপড়।
- খ) এই \_\_\_\_\_ সুতোর সঙ্গে, মায়ের অপার মেহ দেখতে পাই।
- গ) দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর \_\_\_\_\_ নাই।
- ঘ) আয়রে আমরা মায়ের নামে এই \_\_\_\_\_ করব ভাই।

#### ২. এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) মোটা কাপড়টি কার দেওয়া ?
- খ) এই মোটা সুতোর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই ?
- গ) আমরা পরের দুয়ারে কি চাই ?
- ঘ) আমরা কার নামে প্রতিভা করব ?

#### ৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক) কবি আমাদিগকে পাষাণ বলেছেন কেন ?
- খ) কবি মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে বলেছেন কেন ?

#### ৪. কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

যেমন- ভাই- নাই

#### ৫. নিম্নলিখিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করো।

- ক) কাপড় = \_\_\_\_\_
- খ) পাষাণ = \_\_\_\_\_
- গ) প্রতিভা = \_\_\_\_\_
- ঘ) মেহ = \_\_\_\_\_

১) বর্ণ বিশ্লেষণ করো করো ।

২) কাপড় =

৮) ভিক্ষা =

৩) পাষাণ =

৫) প্রতিজ্ঞা =

২) সঠিক বানান চিহ্নিত করো ।

১) বেসি/ বেশী

২) দুঃখী/দুখী

৩) প্রচূর/ প্রচুর

৪) সাবান /শাবান

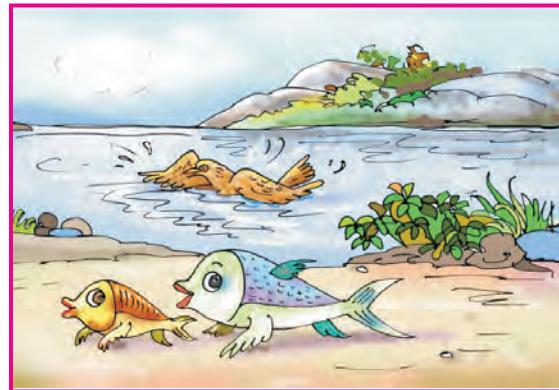
৩) জেনে নাও ।

‘ভারতবর্ত’ পুরস্কার কিছু সম্মানীয় ব্যক্তি ।

অ.ক্র.	নাম	সন
১.	ড. ধোড়ো কেশব ( মহৰ্ষী আনন্দসাহেব ) কর্বে	১৯৫৮
২.	ড.পাণ্ডুরঞ্জ বামন কাণে	১৯৬৩
৩.	আচার্য বিনোবা ( বিনায়ক নরহর ) ভাবে	১৯৮৩ ( মরণোত্তর)
৪.	ড. বাবাসাহেব ( ভিমরাও রামজী আম্বেডকর )	১৯৯০ ( মরণোত্তর)
৫.	লতা দীননাথ মঙ্গেশকর	২০০১
৬.	পণ্ডিত ভীমসেন জোশী	২০০৮
৭.	সচিন রমেশ তেও়লকার	২০১৩

উপক্রম : ভারতে সর্ব প্রথম ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখনীয় কাজের তালিকা তৈরী করো ।

এক যে আছে মজার দেশ, সব রকমে ভালো,  
 রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো !  
 আকাশ সেথা সবুজবরণ গাছের পাতা নীল ;  
 ডাঙ্গায় চরে রঞ্জ কাতলা জলের মাঝে চিল !  
 সেই দেশেতে বেড়াল পালায়, নেংটি-হিঁদুর দেখে ;  
 ছেলেরা খায় 'ক্যাস্টর-অয়েল' - রসগোল্লা রেখে !  
 মণ্ড-মিঠাই তেতো সেথা, ওষুধ লাগে ভালো ;  
 অন্ধকারটা সাদা দেখায়, সাদা জিনিস কালো !  
 ছেলেরা সব খেলা ফেলে বই নে বসে পড়ে ;



মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া লোকের পিঠে চড়ে !  
 ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই, উড়তে থাকে ছেলে ;  
 বড়শি দিয়ে মানুষ গাঁথে, মাছেরা ছিপ ফেলে !  
 জিলিপি সে তেড়ে এসে, কামড় দিতে চায় ;  
 কচুরি আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায় !  
 পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে হাতে হেঁটে চলে !  
 ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা-জাহাজ, গাড়ি ছোটে জলে !  
 মজার দেশের মজার কথা বলবো কত আর ;  
 চোখ খুললে যায় না দেখা মুদলে পরিষ্কার !

### অর্থ জেনে নাও

লাগাম - ঘোড়ার মুখে লাগানো বলগা, ডাঙ্গা - স্তল, লাটাই - ঘুড়ির সুতো জড়ানোর কাটিম  
 ছিপ - বাঁশের তৈরি মাছ ধরার কাঠি, বেজায় - অত্যন্ত, মুদলে - বন্ধ করলে

১) শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

- ক) মুখে লাগাম দিয়ে ..... লোকের পিঠে চড়ে ।
- খ) কচুরি আর ..... ছেলে ধরে খায় ।
- গ) ডাঙ্গায় চরে রঁই কাতলা, জলের মাঝে ..... ।
- ঘ) মণ্ডা-মিঠাই তেতো সেথা, ..... লাগে ভালো ।

২) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) মজার দেশে গাছের পাতার রং কি ?
- খ) ছেলেরা কি খায় ?
- গ) কচুরি আর রসগোল্লা কি করে ?
- ঘ) মজার দেশে চাঁদের আলো কখন দেখা যায় ?

৩) সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

- ক) মজার দেশের বেড়াল কি করে ও ছেলেরা কি খায় ?
- খ) কারা ছিপ ফেলে এবং বড়শিতে কি গাঁথে ?
- গ) তুমি মজার দেশে গেলে তোমার কিরণ অবস্থা হবে ?

৪) কবিতার অন্তর্গত মিত্রাক্ষর শব্দ লেখো।

- ক) আলো
- খ) পড়ে
- গ) নীল

৫) উপযুক্ত জোড়া লাগাও ।

নীল	বরফ
সবুজ	মেঘ
কালো	আকাশ
সাদা	পাতা

৬) বর্ণ বিশ্লেষণ করো।

- |   |   |
|---|---|
| ১) বেজায় - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>   | ২) ডাঙ্গায় - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |
| ৩) ক্যাস্টর - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> | ৪) পরিষ্কার - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |

৭) সঠিক বাক্যের পাশে (✓) চিহ্ন ও ভুল বাক্যের পাশে (✗) চিহ্ন দাও।

- ক) অঙ্ককারটা কালো দেখায় ।
- খ) গাছের পাতা নীল হয় ।
- গ) মণ্ডা-মিঠাই খুবই মিষ্টি ।
- ঘ) ইঁদুর দেখে বিড়াল পালায় ।

( স্থান : সিন্ধুতট, দূরে গ্রীক জাহাজ শ্রেণী । কাল: সন্ধ্যা )

( নদীতটে শিবির সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস হেলেন পাশে দভায়মান । এমন সময় চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে অ্যান্টিগোনসের প্রবেশ ।)



- সেকেন্দার : কি সংবাদ অ্যান্টিগোনস ও কে ?  
 অ্যান্টিগোনস : গুপ্তচর  
 সেলুকস : সে কি!  
 সেকেন্দার : গুপ্তচর!  
 অ্যান্টিগোনস : আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখালো।  
 পড়তে পারলাম না। তাই সম্ভাটের কাছে নিয়ে এসেছি।  
 সেকেন্দার : কি লিখছিলে যুবক ? সত্য বলো।  
 চন্দ্রগুপ্ত : সত্য বলব। রাজাধিরাজ। ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই। (একবার সেলুকসের দিকে চাইলেন, পরে চন্দ্রগুপ্ত কে বললেন )  
 সেকেন্দার : উত্তম। বল কি লিখছিলে ?  
 চন্দ্রগুপ্ত : আমি সম্ভাটের বাহিনী চালনা, ব্যুহ রচনা- প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধরে শিখছিলাম।  
 সেকেন্দার : কার কাছে ?  
 চন্দ্রগুপ্ত : এই সেনাপতির কাছে।  
 সেকেন্দার : সত্য সেলুকস ?  
 সেলুকস : সত্য।  
 সেকেন্দার : (চন্দ্রগুপ্তকে) তারপর ?  
 চন্দ্রগুপ্ত : তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।  
 সেকেন্দার : কি অভিপ্রায়ে ?

- চন্দ্রগুপ্ত** : সেকেন্দার সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয় ।
- সেকেন্দার** : তবে-
- চন্দ্রগুপ্ত** : তবে শুনুন সম্মাট । আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত । আমার পিতার নাম মহাপদ্ম । আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে । আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি ।
- সেকেন্দার** : তারপর !
- চন্দ্রগুপ্ত** : তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অড্ডুত বিজয়বার্তা । অর্ধেক এশিয়া পদ তলে দলিত করে নদনদী-গিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুল রবিপুরকে পরাজিত করেছেন । হে সম্মাট! আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি কী সে পরাক্রম, যার ভুক্তি দেখে, সমস্ত এশিয়া তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্ষিয়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে । তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম । আমার ইচ্ছা, শুধু আমার হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা- এই মাত্র !  
( সেকেন্দার সেলুকসের দিকে চাইলেন)
- সেলুকস** : আমি এরূপ বুঝি নাই । যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত । আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা করতাম । বুঝিনি যে এ বিশ্বাসঘাতক ।
- সেকেন্দার** : যুবক !
- চন্দ্রগুপ্ত** : সম্মাট !
- সেকেন্দার** : তোমায় যদি বন্দী করি ?
- চন্দ্রগুপ্ত** : কী অপরাধে সম্মাট ?
- সেকেন্দার** : আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছো এই অপরাধে ।
- চন্দ্রগুপ্ত** : এই অপরাধে ! ভেবেছিলাম যে সেকেন্দারসাহ বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু ! এই গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত । সেকেন্দার সাহ এত কাপুরুষ তা ভাবি নি ।
- সেকেন্দার** : সেলুকস বন্দি করো ।
- চন্দ্রগুপ্ত** : সম্মাট! আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না ।(ত্রবারি বাহির করলেন)
- সেকেন্দার** : (সোল্লাসে) চমৎকার। যাও বীর । তোমায় বন্দী করব না । আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হতরাজ্য উদ্ধার করবে। তুমি দুর্জয় দিঘিজয়ী হবে। যাও বীর তুমি মুক্ত ।

১) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) মগধের রাজপুত্রের নাম কি?
- খ) গ্রীক সামরিক বাহিনীর সেনাপতি কে ছিলেন?
- গ) চন্দ্রগুপ্তের পিতা কে ছিলেন ?
- ঘ) সেকান্দার সাহ কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলন ?

২) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) “ভারতবাসী এখনো মিথ্যা কথা বলতে শিখে নাই” উক্তিটি কার ? তিনি কাকে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করেছেন?
- খ) “আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি” আমি বলতে কার কথা বলা হয়েছে ? তিনি কীসের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছেন?

৩) কে কাকে বলেছে লেখো।

- ক) সেকেন্দার সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয়।-----
- খ) আমার শিবিরে তুমি শক্তির গুণ্ঠচর হয়ে প্রবেশ করেছ, এই অপরাধে।

৪) বাক্য পূর্ণ করো।

- ক) তারপর শুনলাম মাসিডন -----
- খ) যুবকের চেহারা, কথাবার্তা -----
- গ) তোমায় যদি -----
- ঘ) নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে -----

৫) বাক্য রচনা করো।

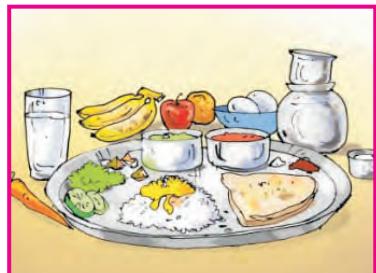
- ক) পরাজিত - -----
- খ) নির্জন - -----
- গ) দুর্বার - -----
- ঘ) মিথ্যা - -----

৬) পদ পরিবর্তন করো।

- ক) পরাজিত -
- খ) স্থান -
- গ) সত্য -
- ঘ) দিবস -

৭) সঞ্চি বিচ্ছেদ করো।

- ক) ভবিষ্যদ্বাণী =
- খ) নিরাশ্রয়=
- গ) বিদ্যালয়=
- ঘ) উদ্ধার =



“স্বচ্ছতা ভক্তির সমান”- একটা বিশেষ প্রবাদ বাক্য আছে। এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে, স্বচ্ছতা সুস্থ জীবনের একটি অনিবার্য অঙ্গ। স্বচ্ছতার অভ্যাস আমাদের পরম্পরা ও সংস্কৃতিতে জড়িয়ে আছে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা এবং নৈতিক স্বাস্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাকে শরীর ও আত্মার পরিব্রহ্মতার প্রতীক মানা হয়। শরীর ও মনের পরিচ্ছন্নতায় আধ্যাত্মিক এবং সকারাত্মক ভাবনার উদয় হয়। অস্বচ্ছতার কারণে শারীরিক সমস্যা, মানসিক অশান্তি, ব্যাধি, নাকারাত্মক ভাবনা ইত্যাদি অনেক অসুবিধার মোকাবিলা করতে হয়।

স্বচ্ছতার প্রথম পাঠ ব্যক্তিকে ঘরেই শেখানো হয়। শিশু জন্ম নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। মা তার শিশুকে সর্বদা স্বচ্ছ কাপড় পরিয়ে নোংরা থেকে সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। প্রত্যহ উঠে স্নান, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, শৌচের পরে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, ইত্যাদি অনেক কথা আমরা বাড়ি থেকে শিখি। সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘ আয়ুর জন্য স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরী। এইজন্য বাল্যকাল থেকে সাফ-সাফাই বিশেষ প্রয়োজন। শুধু ঘর নয়, আমাদের আশেপাশের



পরিবেশ, স্কুল-কলেজ, সার্বজনীক স্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য। পরিচ্ছন্নতা হল জীবন সভ্যতার একটি অবিভাজ্য অঙ্গ। পৃথিবীর সকল ধর্মেই স্বচ্ছতার দিকে নির্দেশ করার কথা বর্ণিত আছে। 'রক্ষিত' শিক্ষার ব্যাখ্যা করলেন যে, “বায়ু জল ও মাটিকে ঠিক মত ব্যবহার করা মানেই শিক্ষা।”

নিজের স্বচ্ছতার সঙ্গে সামাজিক স্বচ্ছতার দিকে লক্ষ্য দেওয়াও প্রয়োজন। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছতার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী বললেন, “পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈশ্বর ভক্তির সমতুল্য।” তাই তিনি মানুষদের স্বচ্ছতা বজায় রাখার সন্দেশ দিলেন এবং স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন দেখলেন।

“পরিবেশকে করলে সাফ,  
তাতে হবে সবার লাভ।”



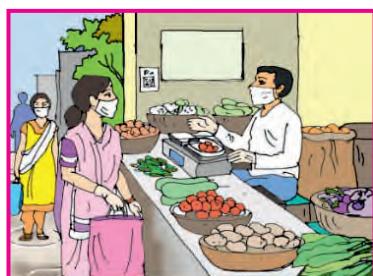
যদি আমরা রান্নাঘর, শৌচগৃহ, সম্পূর্ণ ঘর পরিষ্কার না রাখি তাহলে সেখানে মশা-মাছি ও বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গের উদয় হবে। তাতে ম্যালেরিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি অনেক রোগের প্রসার হবে। অন্ধ অনুকরণে জড়িত হয়ে আমরা পিজ্জা, বার্গার, ব্রেড, ন্যুডল্স, কোলাড্রিংস ইত্যাদি আহারের মধ্যে সমাবেশ করে অসংখ্য বড় বড় রোগকে জীবনে টেনে এনেছি।

একটা কথা আছে যে, “যেমন খাবে তেমন হবে।” যোগ্য আহার আমাদের দেহ মনকে তৃষ্ণি দেয়। আহার আমাদের শারীরিক উর্জার মুখ্য স্তোত। যোগ্য আহারের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন এর পাঁচটি বিশেষ কথা-

- ১) পুষ্টিকর আহার থেকে উর্জা সঞ্চলন ও যোগ্য খাদ্য প্রাপ্তি হয়।
- ২) চর্বি থেকে সীমিত উর্জা গ্রহণ করবে।
- ৩) ফল, তরিতরকারি ও রসালো ফলের সেবন করবে।
- ৪) চিনির ব্যবহার অল্পমাত্রায় করবে। অত্যাধিক চিনির ব্যবহার করবে না।



৫) সোডিয়াম (লবণ) এর সেবন কম করবে। লবন আয়োডাইস্কৃত হওয়া চাই। আমাদের শরীর আরোগ্য থাকলে ও পরিবেশ পরিষ্কার থাকলে রোগব্যাধি আমাদের থেকে দূরে থাকবে। যদি কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলি তাহলে আমরা সুস্থ শরীর ও স্বাস্থ্য প্রাপ্তি করতে পারি। যেমন-



- ১) ফল ও তরকারি ভালো করে ধূয়ে সাধারণ উষ্ণ জলে ২০-৩০ মিনিট রেখে তারপর ব্যবহার করবে।
- ২) ভিড়ের মধ্যে খোলা জিনিসে স্পর্শ করবেনা।
- ৩) লেবু, কমলা লেবুর খোসার জল দিয়ে ঘরের বায়ু পরিশোধন করবে।
- ৪) দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইরে যেতে হলে ঘরের কক্ষগুলিতে কর্পুর রেখে দেবে।

৫) গরু-মহিষের থাকার স্থানে লেমনগ্রাস ও নীলগিরির তেল ছিটিয়ে দেবে।  
৬) সময়মতো নখ কাটবে।  
৭) লেপ, কাঁথা, বালিশ সপ্তাহে অন্তত একবার প্রথর রৌদ্রে রাখবে।

স্বচ্ছতার অর্থ স্থানচ্যুত বস্তুকে তার সঠিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ ময়লা-আবর্জনা কে সম্পত্তিতে পরিণত করা।

ଘନିଷ୍ଠ - ନିକଟତମ, ପ୍ରତୀକ - ଚିହ୍ନ, ମୋକାବିଲା - ଯୁଦ୍ଧ, ସର୍ବଦା - ସବ ସମୟ, ଶୌଚଗୃହ - ଶୌଚାଗାର, ପ୍ରତ୍ୟହ - ପ୍ରତିଦିନ, ଜରୁରୀ - ଆବଶ୍ୟକ, କୀଟପତ୍ର - ପୋକାମାକଡ଼

### ଅନୁଶୀଳନୀ

୧) ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

- କ) ----- ଭକ୍ତିର ସମାନ ।
- ଖ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଏବଂ ନୈତିକ ସ୍ଵାସ୍ଥେର ଏର ମଧ୍ୟେ ----- ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଛେ ।
- ଗ) ----- ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
- ଘ) ----- ଥେକେ ସାଫ ସାଫାଇ ବିଶେଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ।

୨) ଏକ ବାକ୍ୟେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) ସୁନ୍ଦର ଜୀବନେର ଅନିବାର୍ୟ ଅଙ୍ଗ କି ?
- ଖ) ସ୍ଵଚ୍ଛତାର ଅଭ୍ୟାସ କୋଥାଯ ଜଡ଼ିଯେ ଆଛେ ?
- ଗ) ସ୍ଵଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କେ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ବଲେଛେ ?
- ଘ) ପୁଣ୍ଡିକର ଆହାର ଥେକେ କି-କି ପାଓଯା ଯାଯ ?

୩) ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) ଅସ୍ଵଚ୍ଛତାର କାରଣେ କିସେର ମୋକାବିଲା କରତେ ହୁଏ ?
- ଖ) ଆମରା ବାଡ଼ି ଥେକେ କି-କି ଶିଖି ?
- ଗ) ରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଭାବେ କରଲେନ ?
- ଘ) ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣେର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଜୀବନେ କି ପରିଣାମ ହେଲେ ?

୪) ବାକ୍ୟ ରଚନା କରୋ ।

- କ) ପରିଷକାର -      ଖ) ସର୍ବଦା -      ଗ) ପ୍ରତ୍ୟହ -      ସ) ଶିକ୍ଷା -

୫) ବର୍ଣ୍ଣିଶେଷଣ କରୋ ।

- କ) ପରିବର୍ତ୍ତତା=
- ଖ) ଶାରୀରିକ=

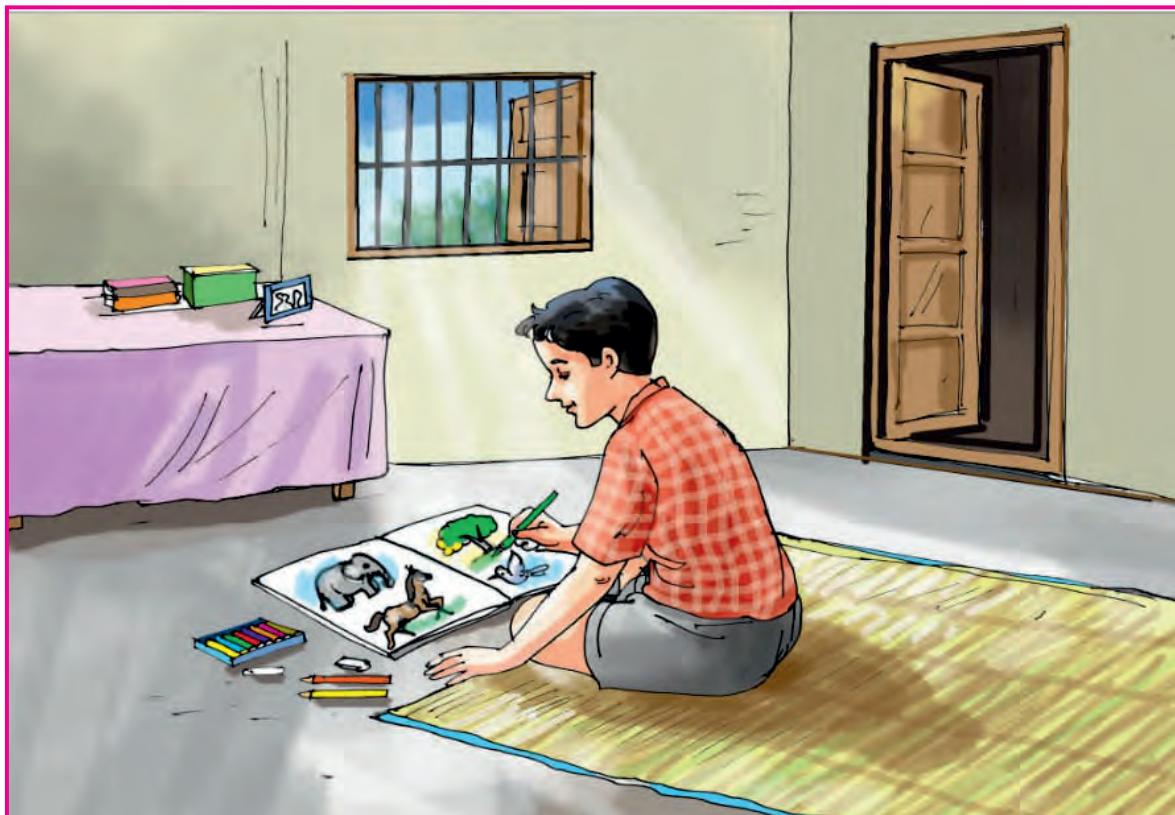
୬) ଜୋଡ଼ା ମେଲାଓ ।

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| କ) ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ | କ) ସାର୍ବଜନୀକ ସ୍ଥାନ |
| ଖ) ବିଦ୍ୟାଲୟ  | ଖ) ଜୀବନେର ଅଙ୍ଗ     |
| ଗ) ସ୍ଵଚ୍ଛତା  | ଗ) ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା  |
| ଘ) ଅସ୍ଵଚ୍ଛତା | ଘ) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ   |

**ଉପକ୍ରମ :** ତୋମାଦେର ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ତାଲିକା ତୈରି କରୋ ।

সারাদিন ভালো লাগে,  
নানা ছবি আঁকতে,  
খাতার পাতায় চাই  
মনখানা রাখতে ।  
হিজিবিজি ভাবনারা  
মনে আসে যখনই,  
ছবি হয়ে খাতাটায়  
রয়ে যায় তখনই ।

হাতি ঘোড়া গাছ পাখি  
আঁকি আমি কত কী,  
কেন আঁকি এইসব  
আমি জানি অত কী?  
এতসব আঁকি তবু  
মন ভরে যায় না,  
আসলে এ খাতা ছেড়ে  
মন যেতে চায় না ।



অর্থ জেনে নাও

পাতা - পৃষ্ঠা, হিজিবিজি - অস্পষ্ট অর্থহীন রেখা, ছবি - চিত্র, ভাবনা - চিন্তা,  
আঁকা - রেখা টেনে চিত্র করা, মন ভরা - সন্তুষ্ট হওয়া, খাতা - লেখার খাতা

১. কবিতার লাইন পূর্ণ করো ।

- ক) হিজিবিজি.....  
 খ) .....আসে যখনই ।  
 গ) ছবি হয়ে .....  
 ঘ) রয়ে যায় .....

২. এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

- ক) সারাদিন কি করতে ভালো লাগে ?  
 খ) কবির মন কোথায় রাখতে চায় ?  
 গ) কবিতায় কোন-কোন ছবি আঁকার কথা বলা হয়েছে ?  
 ঘ) কি ছেড়ে মন যেতে চায় না ?

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

- ক) ছবির খাতা এবং লেখার খাতায় তফাহ কি ?  
 খ) ছবির খাতায় কি রয়ে যায় ? ?  
 গ) তোমার ছবির খাতায় তুমি কি আঁকতে পছন্দ করবে ?  
 ঘ) কবির মন খাতা ছেড়ে যেতে চায় না কেনো ?

৪. কবিতার অন্তর্গত মিত্রাক্ষর শব্দ লেখো ।

- ক) রাখতে  খ) যখনই  গ) কত  ঘ) যায়

৫. বাক্য রচনা করো ।

- ক) খাতা - খ) মন - গ) হিজিবিজি - ঘ) ভাবনা -

৬. বর্ণবিশ্লেষণ করো ।

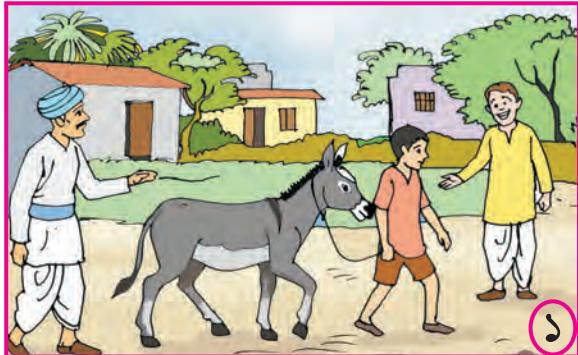
- ক) পাতায় - খ) আসলে - গ) ছবি - ঘ) এতসব -

৭. শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে তিনটি নতুনশব্দ তৈরি করো ।

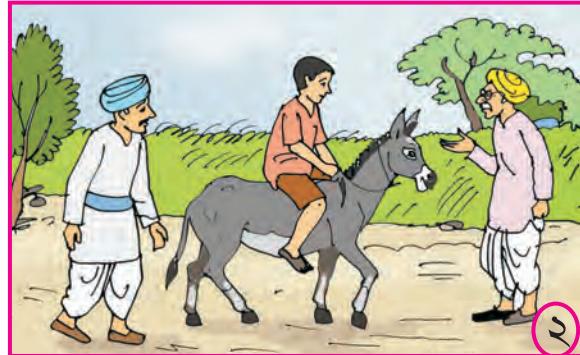
- ক) ভালো - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 খ) পাথি - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 গ) জানি - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 ঘ) ভরে - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

৮. এলোমেলো বর্ণগুলিস ঠিকভাবে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ।

ব	ই	এ	স	-	_____
রা	ন	সা	দি	-	_____
শ	হা	ম	য়	-	_____



১



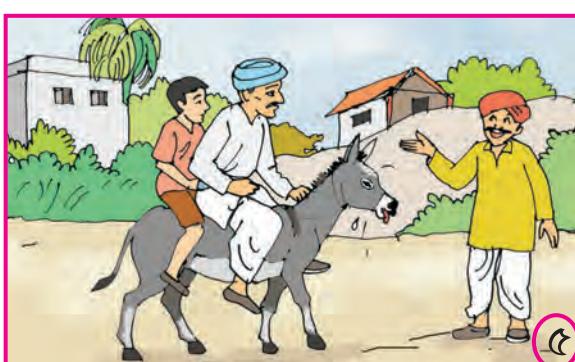
২



৩



৪



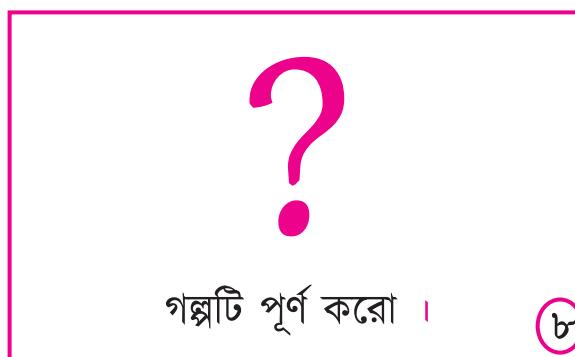
৫



৬



৭

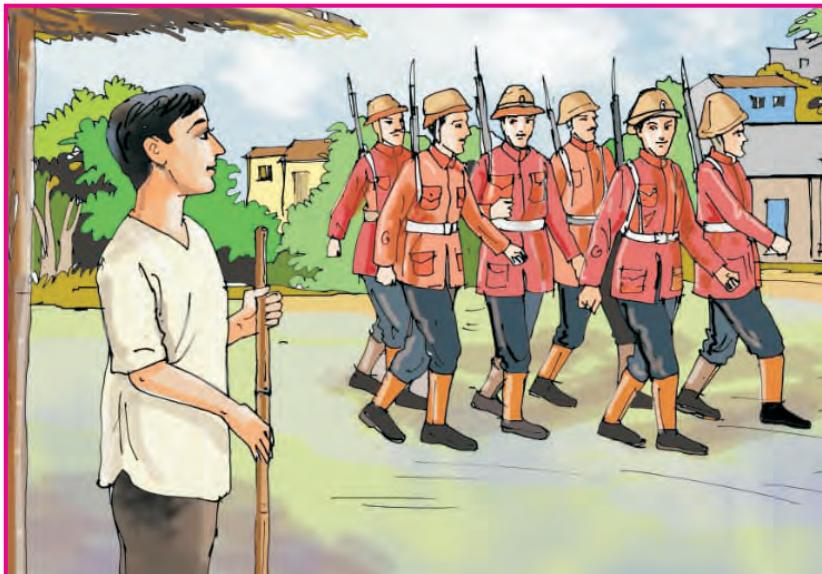


গল্পটি পূর্ণ করো !

৮

## বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চরিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে একদিন দুপুরবেলায় ভারী সৌরগোল উঠলো- গোরা এসেছে, গোরা পল্টন এসেছে! যখনকার কথা, তখন গোরা বা ইংরেজ সৈন্যের নাম শুনলে এদেশের লোকেরা ভয়ে অস্তির হয়ে উঠত। কারণ, গোরা সৈন্যেরা লোকদের



উপর ভয়ানক অত্যাচার করত। অনর্থক লোকজনকে মারধর করত। কখন কখনও লোকজনের ঘরবাড়ি জ্বালিয়েও দিত। সুতরাং কাঁঠালপাড়ার লোকেরা সেই শুনল যে গোরা সৈন্য আসছে, অমনি যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

কাঁঠালপাড়ায় একটি পাঠশালা ছিল। পাঠশালার ছাত্রেরা বইপত্র ফেলে বাড়ীর পানে ছুটল। গুরুমশায়ের একটু তন্দ্রা এসেছিল। আসনে বসে বেত হাতে নিয়ে তিনি চুলছিলেন। 'গোরা'!- শব্দটি তাঁর কানে যেতেই মুহূর্তে গুরুমশায়ের চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভয়ে বেতটি তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল। তিনি আর একটুও দেরি না করে চাঁচি পায়ে চুকিয়ে বাড়ীর পানে ছুটলেন। দেখতে দেখতে পথঘাট সব নির্জন হয়ে গেল।

পাঠশালার একটি ছেলে কিন্তু পালাল না। সে ভাবলে- গোরার নাম শুনে সব লোক অমন করে পালাল কেন? ছেলেটির কৌতুহল হল। সে ভাবলে- গোরা কেমন, আজ তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে। পাঠশালার গুরুমশায়ের বেতটি মাটিতে পড়েছিল। কি যেন ভেবে, সেই বেতটি হাতে নিয়ে সে পথের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এমনি সময় দূরে দেখা গেল, এক দল গোরাসৈন্য আসছে। তাদের মাথায় টুপি, কাঁধে বন্দুক, ভারী বুটের দাপটে মাটি কাঁপিয়ে তারাএগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে গোরার দল বালকটির

কাছ বরাবর এল। ছোট একটি ছেলেকে একলা পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইংরেজীতে তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। বালকের হাত থেকে বেতটি নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করে দেখল। তারপর বেতটিকে ফিরিয়ে দিয়ে গটমট করতে করতে চলে গেল।

গোরার দল গাঁয়ের  
সীমানা পার হতেই গ্রামের  
লোক আবার পথে বার হল।  
যারা দূর থেকে বেড়ার ফাঁক  
দিয়ে বেপরোয়া ছেলেটির  
এই কাণ্ড দেখছিল, তারা  
অবাক হয়ে গেল! তারা ছুটে  
এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল-  
“কি বলে তুমি অমন করে  
গোরা সৈন্যদলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে ? তোমায় যদি মারধর করত ! তোমার ভয় করল না ?”  
বালকটি উত্তর দিলে- “ওরা বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়। আমারই মত মানুষ ! মানুষকে দেখে  
ভয় পেতে যাব কেন ?”

জবাব শুনে গ্রামের লোক ত' অবাক!

ছেলেটি সেদিন যা বলেছিল, তা নিভীকতার কথা। বড় হয়ে এই নিভীকতার মন্ত্রই  
তিনি তাঁর দেশবাসীকে নানাভাবে শুনিয়ে গেছেন। এঁর নাম বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁর পিতার  
নাম ছিল যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্ষিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ সালে।

এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই বক্ষিমচন্দ্রের জীবনকে বুঝাতে পারা যায়। সেদিন গোরার  
ভয়ে সকলে পালিয়েছিল, কিন্তু বক্ষিমচন্দ্র পালিয়ে যান নি। অথচ সবাই ত' একই গ্রামের  
মানুষ! ঠিক তেমনি- একই দেশের মানুষ হয়ে যখন আমরা মনে করছিলাম, আমাদের কিছুই  
নেই- সবই গেছে, তখন একা বক্ষিমচন্দ্রই আমাদের বলেছিলেন -আমাদের সবই ছিল, সবই  
আছে। আমাদের ইতিহাস আছে, সাহিত্য আছে, গৌরব করবার অনেক কিছু আছে। বড়  
হওয়ার পথও আছে। সেই বড় হওয়ার জন্য চাই নিভীকতার সাধনা।

বাঙালী জাতিকে তিনি নবজাগরণের মন্ত্র শুনিয়ে ছিলেন। জাতিকে জেগে ওঠার জন্য  
প্রেরণা দিয়ে গেছেন। আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন দেশপ্রীতির মন্ত্র- শুনিয়েছেন বন্দেমাতরম  
গান। বক্ষিমচন্দ্র তাই জাতিস্বষ্টা ঋষি।

(সংকলিত)



পল্টন - সৈন্যদল,	অনর্থক - ব্যর্থ, কারণহিন,	সাধনা - আরাধনা,
অথচ - তথাপি ভয় - ভীতি, নির্জন - জনশূন্য, অবাক - আশ্চর্য,		

### অনুশীলনী

#### ১) এক বাক্যে উত্তর দাও।

- ক) কাহারা ভয়ানক অত্যাচার করত ?
- খ) পথের পাশে দাঁড়ানো ছেলেটির নাম কি ?
- গ) বক্ষিমচন্দ্রের জন্ম কত সালে হয়েছিল ?
- ঘ) বাঙালী জাতিকে বক্ষিমচন্দ্র কি মন্ত্র শুনিয়েছিলেন ?
- ঙ) জাতিস্বষ্টা খবি কাকে বলা হয় ?

#### ২) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক) বক্ষিমচন্দ্রের ছেলেবেলাকার নিভীকতা সম্পর্কে যা জান, তা লেখ ।
- খ) 'গোরা' ইংরেজ সৈন্যের নাম শুনলে লোকেরা ভয়ে অস্তির হয়ে উঠত কেন?
- গ) 'গোরা'এই শব্দটি গুরুমশায়ের কানে গেলে, তিনি কী করলেন ?
- ঘ) "তোমায় যদি মারধর করত! তোমার ভয় করল না ?"-একথা শুনে ছেলেটি কী উত্তর দিল ?

#### ৩) বিপরীত শব্দ লেখো।

- ক) ভয়
- খ) ভারী
- গ) উত্তর
- ঘ) মানুষ



#### ৪) শব্দের শেষ অক্ষর দ্বারা নতুন শব্দ তৈরি করো।

- ক) অত্যাচার -
- খ) প্রত্যক্ষ -
- গ) বন্দুক -

#### ৫) বাক্য রচনা করো।

- ক) পাঠশালা -      খ) সাধনা -      গ) ভয় -      ঘ) অবাক -

৬) এলোমেলো বর্ণ সঠিক ভাবে সাজিয়ে শব্দ তৈরী কর ।

১) শা পা লা ঠ - -----

২) ড়া চা ড়া না - -----

৩) নু ষ মা - -----

৭) সঠিক বানান নির্ণয় করো ।

অ) অস্থির / অস্থীর    আ) অনর্থক / অনরথক    ই) তন্দ্রা / তন্দ্রা    ঈ) মুহূর্তে / মৃহূর্তে

এসো বুঝে নেই

ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কান্ননিক অনুকৃতি বিশিষ্ট শব্দের রূপকে  
ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে।

উদাহরণ :

কচকচ, চকচক, ধড়মড়, নড়বড়ে, মটমট, সপাসপ, জ্বলজ্বল, হনহন, সনসন,  
সাঁইসাঁই, মিটমিট, ভকভক, ফোঁসফোঁস, বড়বড়, ফ্যালফ্যাল, ভোঁ-ভোঁ, রিমবিম,  
রঞ্জুরুনু, লকলক, ঠকাঠক

উপরের অংশটি বুঝে নিয়ে নিচের তালিকা পূর্ণ করো।

ধুম -----	ভুট -----	ঝন -----	----- কড়ে
সুড় -----	----- ধবে	----- ছল	খিট -----
বক -----	----- টিম	----- কুচে	----- ঝাক

উপক্রম : বাঙালী বিখ্যাত লেখক এবং তাহাদের লেখা উপন্যাসের নাম সংগ্রহ করো ।

এক সপ্তাহের ছুটির চেয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে পত্র

প্রধান শিক্ষক মহাশয়,  
জেলা পরিষদ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিক্রমপুর

মাননীয় মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত সপ্তাহ থেকে আমি সর্দি  
ও কাশিতে খুব ভুগছি। অসুখ কিছুটা কমলেও এখনও সম্পূর্ণ  
সুস্থ হতে পারিনি। তাই আপনার কাছে আরও এক সপ্তাহের  
ছুটির প্রার্থনা করছি।

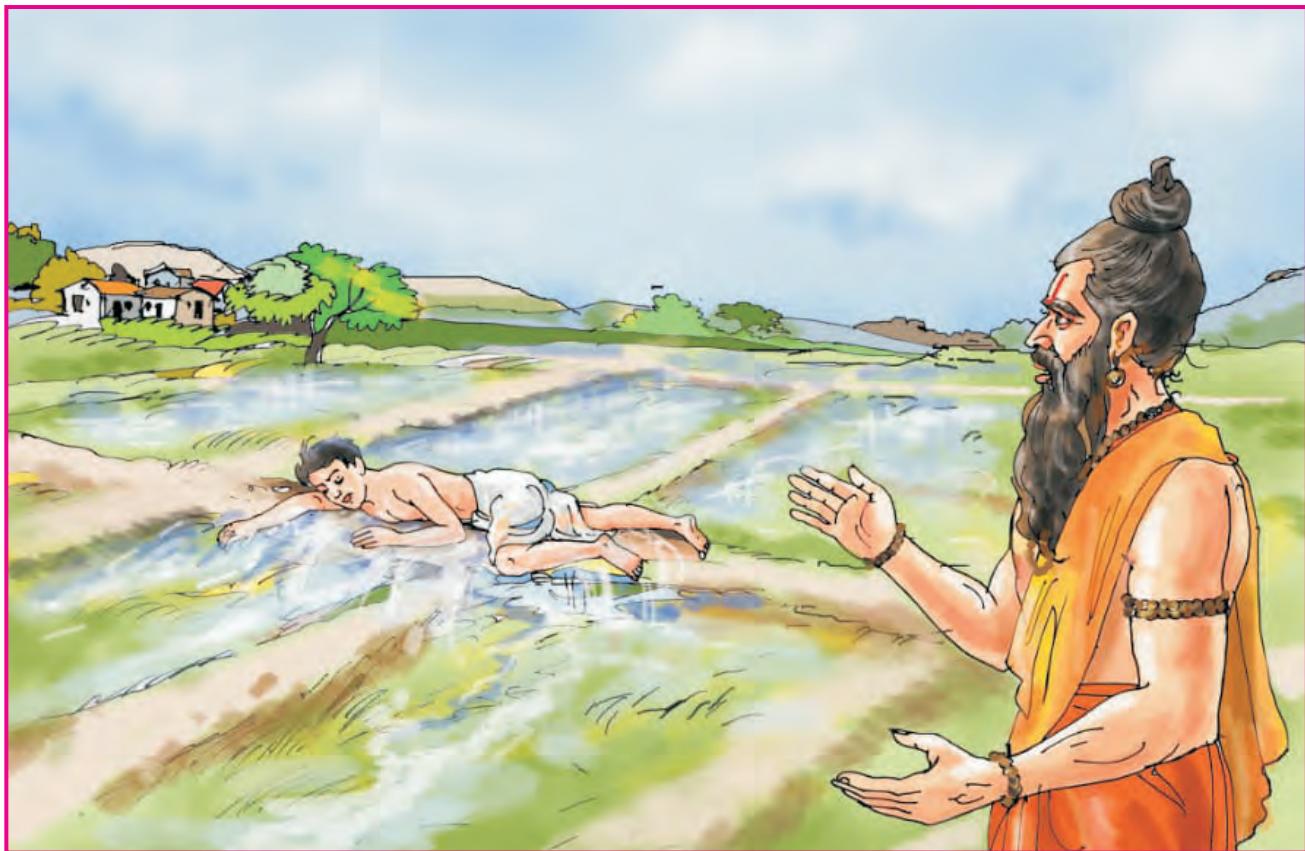
অনুগ্রহ করে ছুটি মঙ্গুর করলে বাধিত হব।

বিনীত -

তারিখ- ২০ অক্টোবর ২০২০

আপনার অনুগ্রহ ছাত্র,  
মিলন

চতুর্থ শ্রেণী  
জেলা পরিষদ উচ্চ প্রাথমিক  
বিদ্যালয় বিক্রমপুর



আরংগি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।  
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল কতক্ষণ।।  
ধান্যক্ষেত্রের জল যায় বাহির হইয়া।  
যত্ন করি আলি বান্ধি জল রাখ গিয়া।।  
আজ্ঞা মাত্র আরংগি যে করিল গমন।  
ক্ষেত্র বাঁধিবারে বহু করিল যতন।।  
দণ্ডেতে খুঁড়িয়া মাটি বাঁধে লয়ে ফেলে।  
রাখিতে না পারে মাটি অতিবেগ জলে।।  
জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।  
আপনি শুইল শিষ্য, বাঁধের উপরে।।  
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।

না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি।।  
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়ে ডাক দিল দ্বিজবর।  
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর।।  
বহু যত্ন করি নাহি রহিল বন্ধন।  
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ।।  
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।  
শীত্র আসি গুরুপদে প্রণমিল গিয়া।।  
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।  
চারিবেদ ষটশাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান।।  
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।  
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর।।

ସତନ - ସତ୍ତ୍ଵ, ବେଗଭରେ - ଅତିବେଗେ, ଦିବସ - ଦିନ, ରଜନୀ - ରାତ୍ରି, ଦିଜିବର - ବ୍ରାହ୍ମଣ,  
ବହୁ - ଅନେକ ପ୍ରଗମିଲ - ପ୍ରଗାମ କରଲ, ଆଜ୍ଞା - ଆଦେଶ, କଲ୍ୟାଣ - ମଙ୍ଗଳ

## ଅନୁଶୀଳନୀ

୧) ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦେର ସଠିକ ଜୋଡ଼ା ଲାଗାଓ ।

- |          |           |
|----------|-----------|
| କ) ସତନ   | ୧) ଦିନ    |
| ଖ) ଆଜ୍ଞା | ୨) ରାତ୍ରି |
| ଗ) ଦିବସ  | ୩) ସତ୍ତ୍ଵ |
| ଘ) ରଜନୀ  | ୪) ଆଦେଶ   |

୨) ଏକ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) କୋଥା ଥେକେ ଜଳ ବୟେ ଯାଚିଲ ?
- ଖ) କ୍ଷେତର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ କେ ଡାକ ଦିଲେନ ?
- ଗ) ବାଁଧ କେନ ଭେଦେ ଯାଚିଲ ?
- ଘ) କେ କାକେ ଆଶୀଷ କରଲ ?

୩) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- କ) “ଡାକି ତାରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କୈଲ କତକ୍ଷଣ” - କେ, କାହାକେ, କି ଆଦେଶ କରଲେନ ?
- ଖ) “ଶିଷ୍ୟ ବଲେ ଶୁଯେ ଆଛି ଆଲିର ଉପର” - କେ, କେନ ଆଲିର ଉପର ଶୁଯେ ଆଛେ?
- ଗ) “ଆଶୀଷ କରିଯା ଗୁରୁ କରିଲ କଲ୍ୟାଣ” - କାହାକେ ଆଶୀଷ କରଲେନ ? କି ଆଶୀଷ  
କରଲ ?

୪) ବାକ୍ୟ ରଚନା କରୋ ।

- କ) ସତନ - \_\_\_\_\_
- ଖ) ଆଜ୍ଞା - \_\_\_\_\_
- ଗ) କଲ୍ୟାଣ - \_\_\_\_\_
- ଘ) ଆଶୀଷ - \_\_\_\_\_

## অভ্যাস- ২

১) বিপরীত শব্দ লেখো ।

- |                               |                              |                               |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ১) শিষ্য <input type="text"/> | ২) গমন <input type="text"/>  | ৩) বাহির <input type="text"/> |
| ৪) শীঘ্র <input type="text"/> | ৫) যত্ন <input type="text"/> | ৬) বন্ধন <input type="text"/> |

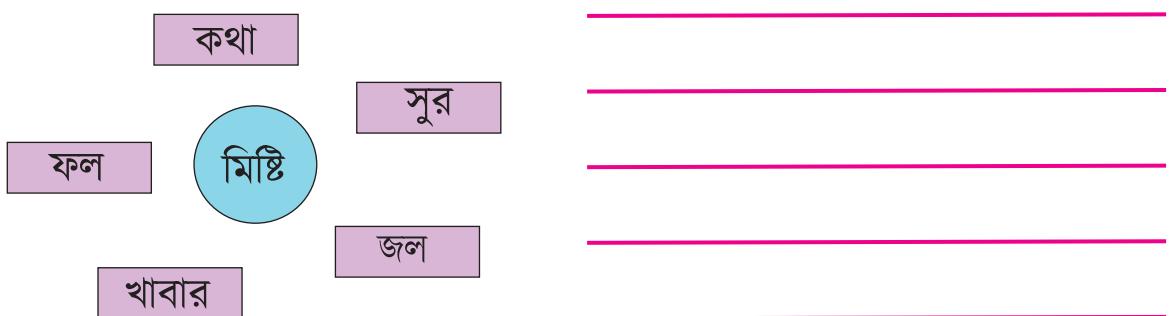
২) শব্দ তৈরী করো :

বন্ধ	ন		কর		ণ
দম					
গম					
মোচ					

৩) সংকেতটি অনুসরণ করে একটি গল্প লেখো ।

রৌদ্রের প্রথরতা বেড়েছে । বার্ষিক পরীক্ষা আগত । সব স্কুল ছুটি পড়ে যাবে ।  
এবারের ছুটিতে বন্ধুরা মিলে -----  
-----  
-----

৪) 'মিষ্টি' এই শব্দের সঙ্গে পাশের শব্দ জুড়ে বাক্য তৈরী করো ।



## ৫) পড়ো ও লেখো ।

- \* বই রাখার জায়গা যেন শুকনো আর পরিষ্কার থাকে ।
- \* বই পড়ার সময় যথেষ্ট আলো আছে এমন জায়গা বেছে নেবে ।
- \* বই পড়া থেকে উঠে গেলে বইটা বন্ধ করে যে পাতা পড়ছিলে সেই পাতার মধ্যে এক টুকরো কাগজ দিয়ে পাতার চিহ্ন রেখে বই বন্ধ করে উঠবে ।
- \* বই ভালো রাখতে বই-এর ওপরে মলাট দিতে পারো । পুরানো ক্যালেন্ডার বা ব্রাউন পেপার দিয়ে মলাট দিলে বই ভালো থাকবে ।
- \* বই ছিঁড়ে গেলে আবার বাঁধিয়ে নিতে পারো ।

## ৬) কাকে কি বলা হয় লেখো ।

নাম

পদবী

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিগুরু
২) শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-----
৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-----
৪) সুকুমার রায়	-----
৫) কাজী নজরুল ইসলাম	-----
৬) মাইকেল মধুসূদন দত্ত	-----

# **E-learning material for the Standards I to XII**

**Available in Marathi and English medium**



**ebalbharati**

## **Features**

- Inclusion of prescribed subjects as per subject scheme.
- Complete E- learning material based on textbook
- In the form of audio-visual
- Presentation of chapterwise content and inclusion of questions as per necessity
- Inclusion of various activities, pictures, figures/diagrams, etc.
- Use of animation for easy and simple learning
- Inclusion of exercises.

---

---

---

E-learning material (Audio-Visual) for the Standards One to Twelve is available through Textbook Bureau, Balbharati for the students of Marathi and English medium.

For purchasing E-learning material...

- Register your demand by scanning the Q.R. Code given above.
- Register your demand for E-learning material by using Google play store and downloading ebalbharati app.
- Visit the following websites of the Textbook Bureau.  
[www.ebalbharati.in](http://www.ebalbharati.in)  
[www.balbharati.in](http://www.balbharati.in)



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति ओ  
अभ्यासक्रम संशोधन मण्डल, पुणे  
बालभारती इयत्ता ४ थी (बंगाली माध्यम)

₹ 39.00

बालभारती इयत्ता ४ थी (बंगाली माध्यम)

